শ্রীশ্রীদুর্গা ।

প্রতুলকর্ত্রী ।

বংশাবলিগ্রন্থঃ ।

অর্থাৎ

উত্তরপাড়া নিবাসি মহামহিমদিগের

বংশাবলি ।

শ্রীভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচিত ।

শকাব্দাঃ ১৭৭৮ ।

বাং সন ১২৬৩ সাল মাহ ফাল্গুন ।

ইংরাজী সন ১৮৫৭ সাল ।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে

শ্রীযুত জে এচ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল ।

নির্ঘণ্ট

সাবর্ণ গোত্রের বংশ বর্ণনা।

পৃষ্ঠা।

সাণ্ডিল্য গোত্রের বংশ বর্ণনা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

কাশ্যপ গোত্র।

পৃষ্ঠা।

ভরদ্বাজ গোত্র।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

বাৎস্য গোত্র।

কায়স্থ বংশ।

পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

প্রতুলকর্ত্রী।

বংশাবলি গ্রন্থঃ।

অথ শ্রীগুরুবন্দনা।

শ্রীগুরুচরণারবিন্দে করিয়া প্রণতি। যাঁহার কৃপাতে সর্ব্ব জনের সদ্গতি॥ গুরু হইতে শ্রেষ্ঠতর কেবা আছে আর। জগৎ সংসার স্রষ্টা আজ্ঞাবহ যাঁর॥ গুরুবাক্য মন্ত্র হয় সেই মন্ত্র বলে। পঞ্চ মতে সৃষ্টিকর্ত্তা পায় করতলে॥ অতএব গুরু হইতে কেবা শ্রেষ্ঠ আর। কোটি২ প্রণাম রাঙ্গা চরণে তাঁহার॥

তদ্‌যথা।

তুলসীসেবা হরিহরভক্তিঃ, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে মুক্তিঃ, কিমপরমধিকং কৃষ্ণে ভক্তির্গুরোরধিকং২।

অথ গণেশবন্দনা।

নমঃ২ গণেশায়, সকল দেবতা যায়, প্রথমেতে করয়ে বন্দনা।

তাঁহারে প্রণাম করি, গ্রন্থারম্ভে মনঃ করি, দূর কর আমার যন্ত্রণা।। তুমি প্রভু জগৎকর্ত্তা, সর্ব্ব শাস্ত্র তুমি বেত্তা, তুমি হও জগতের গুরু। তব দয়া হয় যারে, সে ভয় করে হে কারে, তুল্য নহে কোটি কল্পতরু।। আরম্ভেতে তব নাম, লইলে সিদ্ধি মনস্কাম, তুমি সিদ্ধিদাতা গণপতি। পড়িয়া বিষম দায়, স্মরণ লইলাম পায়, দূর কর আমার দুর্গতি।। পণ্ডিত জনাতে যাহা, মনে করে করে তাহা, আমি প্রভু নিতান্ত অজ্ঞান। সাহসে ভর করিয়া, রাঙ্গাপায় শরণ নিয়া, তুমি প্রভু রাখিবে হে মান।। বংশাবলি লিখিবারে, সবে ভার দিল মোরে, আমার শকতি কিছু নাই। তব নাম স্মরণ করি, গ্রন্থ আরম্ভ করি, দোহাই তোমার হে গোসাঞি।।

অথ গ্রামবন্দনা।

সুরধুনী পশ্চিম তটে, গ্রাম খানি আছে বটে, স্বর্গ তুল্য সুপবিত্র স্থান। সাবর্ণ চৌধুরী আদি, আসিলেন হতে গাঁদি, গোষ্ঠীপতি বড়ই প্রধান।। কুলীনসন্তান যত, আনিলেন কতং, বসতি করালেন এই স্থানে। বাটী ঘর বৃত্তি দিয়া, শ্রেণী-মতে বসাইয়া, চিরদিন নিযুক্ত পালনে।। বংশজ তিন চারি ঘর, সুপবিত্র বংশধর, গুরু পুরোহিত কর্ম্মে রত। শান্ত, দান্ত কুল[illegible], অধ্যাপক নামাক্রান্ত, আমি ভ্রান্ত কহিব বা কত।। শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ, কুলে শীলে অত্যুৎকৃষ্ট, ধনে মানে কহিব বা কত। তাঁহার মতানুসারে, বংশাবলি লিখিবারে, গ্রাম বাসি মহামহিম যত।। আমি মূঢ় অল্প বুদ্ধি, নাহি কিছু বুদ্ধি শুদ্ধি, কোন মতে নাহি সংস্কার। কেমনে রচিব গ্রন্থ,

ভাবিয়া হইয়াছি শ্রান্ত, মতি ভ্রান্ত এমা কি আমার ॥ সংস্কৃত নাহি জ্ঞান, নাহি জানি অভিধান, শুদ্ধ ভাষা কথায় রচনা। করিতে আরম্ভ করি, কি জানি পারি না পারি, ইতস্ততঃ করি বিবেচনা ॥ ভাবিয়া শ্রীগুরুপদ, আরম্ভ করিলাম পদ, ধন্য জনে পদাশ্রয় দিয়া। দোষ গ্রহণ না করিয়া, নিজ গুণে গুণধরিয়া, লইবেন করুণা করিয়া ॥ উত্তরপাড়া নাম স্থান, কি করিব গুণ গান, জেলা হুগলী অন্তর বাসিনী। ভারতবর্ষ কর্ত্তা যেহ, নাম দিলেন সহর তেঁহ, কৃপা অবলম্বনে আপনি ॥

প্রথমেতে আদ্যা শক্তি মুক্তকেশী নামে। চিরদিন অবতীর্ণা হৈলেন এই ধামে ॥ মহাপীঠ বলিয়া বর্ণনা করি তাঁর। পঞ্চানন নামেতে ভৈরব আছেন যাঁর ॥ ভাগীরথী চিরদিন নিস্তার কারিণী। সদয়ে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন তিনি ॥ কত শোভা তাঁহার তীরেতে নিরন্তর। ঘাট বান্ধা দেবালয় গঙ্গাবাসিঘর ॥ স্নান পূজা সায়ং সন্ধ্যার কালে কত। সন্ধ্যা করিবারে বিপ্র বসিয়াছেন যত ॥ বিদ্যালয় নিযুক্ত আছয়ে স্থানে২। সংস্কৃত বঙ্গ ভাষা ইংরাজী পঠনে ॥

শ্রীযুত গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশ বর্ণনা।

(নাদার চাটুতি দৌচট্টের সন্তান।)

শিবসন্নিধানে বাস, স্বয়ং শিবপরকাশ, বালিগোড় গ্রামেতে বসতি। রামকানাই নাম তাঁর, উপাধি ন্যায়ালঙ্কার, অধ্যাপক

ভুবন বিখ্যাতি ॥ তাঁহার মধ্যম সুত, সর্ব্বগুণে গুণযুত, শ্রীযুক্ত রামচাঁদ নাম। ন্যায়রত্ন উপাধি তাঁর, কি কব অধিক আর, কৃপা করি অত্র কৈলা ধাম ॥ নাম তুল্য গুণ তাঁর, শাণ্ডিল্য কুলোদ্ধার, করিলেন শান্তদান্তমতি। সকলের মান্য তিনি, সকলের চূড়ামণি, গ্রামবাসি শুদ্ধ যত জাতি ॥

শ্রীযুত পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশ বর্ণনা।

(বন্দ্যঘাটি গঙ্গাগতি বন্দ্যোর সন্তান।)

মহাদেব ভট্টাচার্য পণ্ডিত অতিশয়। বঙ্গদেশ হইতে আসিলেন মহাশয় ॥ তস্য পুত্র নীলকণ্ঠ ন্যায়বাগীশ খ্যাতি। তাঁরে হেথা বসাইলা সাবর্ণ ভূপতি ॥ তাঁহার তনয় ছিল সংখ্যে পঞ্চজন। ক্রমে তাঁহাদের নাম লিখি বিবরণ ॥ রামশঙ্কর জ্যেষ্ঠ দুর্গাচরণ শিরোমণি। সর্ব্বগুণে গুণযুত হয়ে ছিলেন তিনি ॥ তৃতীয় পার্ব্বতীচরণ চণ্ডীচরণ নাম। সর্ব্বের কনিষ্ঠ তেঁহ নাম নসিরাম ॥ শঙ্করের দুই পুত্র সুন্দর নামেতে। অপুত্রক গমন করিল সে স্বর্গেতে ॥ কনিষ্ঠ সন্তান কাশীনাথ নামে ছিল। দুই পুত্র রাখিয়া সে প্রলয় পাইল ॥ মধুসূদন ভট্টাচার্য্য আর ভুলু নামে। ভুলু আছে মধু সে যাইল স্বর্গধামে ॥ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য শুদ্ধ শান্ত অতি। তাঁহার তনয় তিন অন্য অসন্ততি ॥ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভৈরবচন্দ্র আর। তাঁহারে সকলে বলে বিদ্যা অলঙ্কার ॥ বিশ্বনাথ ছোট ভট্টা-

চার্য্য নামে খ্যাতি। জ্যেষ্ঠের তনয় যুগ অপর অসন্ততি॥ পৌরহিত্য কর্ম্মেতে পারগ অতিশয়। স্বস্ত্যয়ন করিলে কামনা। সিদ্ধি হয়॥ শূদ্রের সংস্পর্শ কোন কালে নাই। সকলের মান্য তেঁহ হইয়াছেন তাই॥

বাবলার বন্দ্যঘাটি নারায়ণ বন্দ্যের সন্তান।

(পণ্ডিতরত্নী মেল।)

রামজয় বিদ্যা অলঙ্কার মহাশয়। গাঁতি হইতে এই স্থানে আগমন হয়॥ তাঁহার তনয় চারি চারি সুপণ্ডিত। তাঁরা-সবে সাবর্ণগোত্রের পুরোহিত॥ রামকিঙ্কর কৃষ্ণকিঙ্কর আর রামধন। কনিষ্ঠজনার নাম শ্রীরামরতন॥ জ্যেষ্ঠের তনয় চারি ছিল কোন কালে। ক্রমেতে নিধন তারা হইল সকলে॥ তৃতীয়ের দুই পুত্র আছে বর্ত্তমান। মহেন্দ্র দ্বারিকানাথ অতি-গুণবান॥ কনিষ্ঠজনার দুই তনয় হইয়াছে। এই মাত্র বং-শের মধ্যেতে রহিয়াছে॥

সাবর্ণ গোত্র।

চৌধুরি মহাশয়দিগের বংশ বর্ণনা।

(আমেটের গঙ্গোপাধ্যায় শিবের সন্তান।)

কুমারহট্টে বাস তাঁর, প্রভাতে স্মরণ যাঁর, লইলে সে দিন

যায় ভাল। যে সভায় গমন হয়, সভা সমুল্লাসিত হয়, সে সভা করিয়া বসেন আলো॥ নাম বিদ্যাধর রায়, গুণ কব কত তাঁয়, মহাবিদ্যা উপাসনা বলে। মর্য্যাদা পাইলা মূলা, দ্বিতীয় নাহিক তুলা, আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে॥ তাঁহার বংশের সার, রত্নেশ্বর নাম তাঁর, এই স্থানে হইলেন আগত। মহারত্ন জন্মেছিল, মহাশয় উপাধি পাইল, গোষ্ঠীপতি ভুবন বিখ্যাত॥ তাঁহার তনয় চারি, বসিলেন শারি২, জ্যেষ্ঠ, মধ্যম তৃতীয় কনিষ্ঠ। তাঁহারদের গুণ যত, কে পারে কহিতে তত, আমি দীন অতি অপকৃষ্ট॥ জ্যেষ্ঠ রামজীবন রায়, মধ্যম শ্রীরাম তায়, তৃতীয় শ্রীরাজারাম রায়। কনিষ্ঠ নরেন্দ্র রায়, নরনারায়ণ প্রায়, নাহিক তুলনা দিতে তায়॥

জ্যেষ্ঠ চৌধুরি মহাশয়ের বংশ বর্ণনা।

জ্যেষ্ঠ মহাশয়ের নাম রামজীবন রায়। তাঁহার তনয় মধুসূদন মহাশয়॥ তাঁহার আত্মজ গঙ্গারাম বিনোদরাম। সর্ব্বের কনিষ্ঠ রামচন্দ্র তাঁর নাম। গঙ্গারাম রায়ের তনয় চারি জন। তাঁহারদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ॥ মাধবরাম রামকান্ত রামহরি রায়। জ্যেষ্ঠের তনয় চারি চণ্ডীচরণ রায়॥ মধ্যম ভবানীশঙ্কর ভারতচরণ রায়। চতুর্থ ছিলেন গৌরমোহন মহাশয়॥ চণ্ডীচরণের পুত্র জয়গোপাল নাম। অল্প

বয়ঃক্রমে তেঁহ পাইল স্বর্গধাম॥ তাঁহার তনয় যদু ত্রৈলোক্য-নাথ। কালাচাঁদ নামে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ॥

ভবানীশঙ্কর সুত, সর্ব্বগুণে গুণযুত, আনন্দচন্দ্র তাঁর নাম। যেমত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান, তেমতি সৎক্রিয়াবান, উপযুক্ত নাম তুল্য কাম॥ মধ্যম মুক্তারাম, ছোট দেবনাথ নাম, আনন্দচন্দ্রের তিন সুত। মুক্তারামের ... সুত, দেবনাথ নাহি পুত, তেঁহ সর্ব্ব অংশে গুণযুত॥

তারকচরণের মাত্র একই সন্তান। জগবন্ধু নাম তাঁর সর্ব্ব গুণধাম। কনিষ্ঠ গৌরমোহনের এক সুত। বিশ্বেশ্বর নাম তাঁর সর্ব্বগুণযুত॥

মাধবরাম রায়ের তনয় ছিল দুই। হরকালী ধরণীধর এই মাত্র কই॥ হরকালী রায়ের তনয় মৃত্যুঞ্জয়। দ্বিতীয় কনিষ্ঠ তাঁরে পীতাম্বর কয়॥ ধরণীধরের পুত্র দুর্গাদাস নামে। তাঁরে রাখি ধরণী পাইল স্বর্গধামে॥ রামকান্ত রায়ের তনয় নাহি কেহ। এই মতে মোক্ষধাম পাইলেন তেঁহ॥

কনিষ্ঠ শ্রীরামহরি রায় মহাশয়। তাঁহার গুণের কথা কহনে না যায়॥ ধনে মানে সর্ব্বমতে মান্য বড় ছিল। দাতা ভোক্তা পরোপকারিত্ব নাম নিল॥ তাঁহার তনয় পঞ্চ জ্যেষ্ঠ রামগোপাল। দ্বিতীয় পুত্রের নাম নন্দদুলাল॥ তৃতীয় তারিণীচরণ চতুর্থ ঈশ্বর। পঞ্চম অভয়চরণ এই বংশধর॥

জ্যেষ্ঠ রামগোপালের একই দুহিতা। বন্দ্যবংশে পশ্চাৎ কহিব তার কথা॥ নন্দদুলাল রায়ের অপত্য নাহি হয়। তৃতীয় তারিণীচরণ তার পুত্র দ্বয়॥ প্রথমে গিরিশ্চন্দ্র কনিষ্ঠ কেদার।

সাবর্ণ গোত্র।

কনিষ্ঠ ঈশ্বর রায় পুত্র ত্রয় তাঁর॥ তারকনাথ প্রাণকৃষ্ণ মধ্যম তাঁহার। হরমোহন বলে নাম কনিষ্ঠ জনার॥ পঞ্চম অভয়-চরণ তার সুত নাই। কেবল দুহিতা দ্বয় এই মাত্র পাই॥

বিনোদরাম রায়ের বংশ বর্ণনা।

বিনোদরাম রায়ের তনয় চারি জন। কানাই কমল রামচন্দ্র আর শত্রুঘন॥ রামকানায়ের পুত্র জগৎ নামে ছিল। অপু-ত্রক অল্পেতে সে নিত্য ধামে গেল॥

রামচন্দ্র রায়ের তনয় চারি জন। কালীপ্রসাদ রামরত্ন আর হরমোহন॥ গোকুলচন্দ্র নাম ছিল কনিষ্ঠ জনার। কালী-প্রসাদ রায়ের এক পুত্রমাত্র সার॥ শিবচন্দ্র নাম তাঁর অতি সচ্চরিত্র। তাঁহার তনয় এক সে অতি সুপাত্র॥

রামরত্ন রায়ের তনয় দুই জন। শ্যামাচরণ জ্যেষ্ঠ ছোট পদ্ম লোচন॥

অবশেষে দুই জনার নাহিক তনয়। অপুত্রক তাঁহাদের মুক্তিপদ হয়॥

শত্রুঘন রায়ের তনয় তিন হয়। ঘনশ্যাম মদন আর বিশ্ব-নাথ কয়॥ তাহাদের মধ্যে কারো পুত্র মাত্র নাই। দৌহিত্র মাত্র তারা আছে দুই ভাই॥

রামকমল রায়ের তনয় এক জন। দেবনাথ নাম তাঁর অতি সুভাজন॥

সাবর্ণ গোত্র।

মধ্যম চৌধুরিমহাশয়ের বংশ বর্ণনা।

রামরাম নাম তাঁর, যেন রাম অবতার, তাঁহার তনয় চারি জন। মনোহর গোবিন্দ রায়, শুকদেব গণেশ তায়, এই চারি পুত্রের গণন॥

মনোহর রায়ের বংশ বর্ণনা।

মনোহর রায়ের তনয় মাণিক্য রায়। নয়ান রায় মধ্যম কনিষ্ঠ তিতু রায়॥ মাণিক্যের পুত্র কাশীনাথ নামে ছিল। তস্য পুত্র কালীদাস অল্পেতে মরিল॥

নয়ানচাঁদ রায়ের তনয় দুই হয়। শ্রীকান্ত রামধন এই ভাতৃ দ্বয়॥ উভয়ে অপত্য হীন কন্যা এক আছে। জ্যেষ্ঠের দুহিতা অতি কষ্টেতে রয়েছে॥ কালীদাস মুখোরে আনিয়া ভঙ্গ করে। পুত্র কন্যা নাহিক উভয়মাত্র ঘরে॥ জন্মেছিল এক পুত্র কন্যা এক জন। উভয় অল্পেতে তারা হইল নিধন॥ তিতু রায় মহাশয়ের নাহিক যে পুত্র। নবকুমার চট্ট নামে আছয়ে দৌহিত্র॥

রামগোবিন্দ রায়ের বংশ বর্ণনা।

গোবিন্দ রায়ের পুত্র নিমাই চরণ রায়। রামপ্রসাদ তাঁহার অনুজ ছিল তায়॥ নিমাইচরণের পুত্র গুরুপ্রসাদ রায়। কনিষ্ঠ শ্রীরামগোপাল রায় মহাশয়॥ গুরুপ্রসাদের পুত্র পঞ্চু নামে ছিল। অল্পেতে মরিল এক তনয় রাখিয়া॥

সাবর্ণ গোত্র।

রামগোপাল রায়ের তনয় এক জন। সর্ব্বগুণে গুণী নাম ক্ষেত্রমোহন।

রামপ্রসাদ রায়ের বংশেতে নাহি কেহ। অপুত্রক স্বর্গে বাস করিলেন তেঁহ॥

শুকদেব রায়ের বংশ বর্ণনা।

শুকদেব রায়ের তনয় দুই জন। রামশঙ্কর রাজচন্দ্র অতিস্নুভাজন॥ রামশঙ্কর রায়ের তনয় রাম কান্ত। ইষ্ট নিষ্ঠ ছিল বড় সর্ব্ব গুণাক্রান্ত॥ তাহার তনয় দুই নন্দ রামচন্দ্র। অল্পকালে নন্দরায় পাইল দেবেন্দ্র॥ রাজচন্দ্র রায়ের তনয় নাহি হয়। স্বর্গে আরোহণ কৈল রাখি কন্যাদ্বয়॥ এক কন্যা কৃষ্ণ মুখো বিবাহ করিল। জ্যেষ্ঠারে আনন্দচন্দ্র মুখোরে বিয়া দিল॥ তস্য পুত্র শিবচন্দ্র নামে এক জন। কনিষ্ঠ দুহিতার কন্যা নাহিক নন্দন॥

গণেশরাম রায়ের বংশ বর্ণনা।

গণেশরাম রায়ের তনয় দুই জন। লক্ষ্মীনারায়ণ আর দর্পনারায়ণ॥ লক্ষ্মীনারায়ণ এক পুষ্য পুত্র রাখে। তাহারে সকলে রতনচাঁদ বলে ডাকে॥ রতনচাঁদ রায়ের এক কন্যামাত্র আছে। তাহার বিস্তার কথা কহিব সে পাছে॥

দর্পনারায়ণের প্রথম বিবাহেতে। আনন্দ আর রতনচাঁদ দুই পুত্র তাতে॥ আনন্দচন্দ্র অল্প বয়েসে মরিল। রতনচাঁদে

জ্যেষ্ঠতাত পুষ্য পুত্র নিল॥ পর পক্ষে তাঁহার তনয় দুই ছিল। তাঁহারে রাখিয়া তেঁহ স্বর্গেতে চলিল॥ উমাচরণ রায় আর নবকৃষ্ণ নামে। পশ্চাৎ সে নবকৃষ্ণ পাইল স্বর্গধামে॥

তৃতীয় চৌধুরি মহাশয়ের বংশ বর্ণনা।

তৃতীয় শ্রীরাজারাম রায় মহাশয়। চন্দ্রশেখর রামচন্দ্র তাঁহার তনয়॥ কৃষ্ণচন্দ্র ভবানীচরণ চণ্ডীচরণ নাম। এই পঞ্চ সুত তাঁর সবে গুণধাম।

জ্যেষ্ঠের তনয় চারি রামতনু আর। দ্বিতীয় জনার নাম নন্দকুমার॥ তৃতীয় ভৈরবচন্দ্র জয়নারায়ণ। সবে অনপত্যে কৈল স্বর্গেতে গমন॥ ভৈরব রায়ের মাত্র এক কন্যা ছিল। কালীকৃষ্ণ মুখোরে তাহার বিয়া দিল॥ তাহার দৌহিত্র আছে নামে ক্ষেত্রনাথ। তাহার বিস্তার কব ভরদ্বাজের সাত॥

চতুর্থ ভবানীচরণ চারি পুত্র তাঁর। জগমোহন ঈশান পীতাম্বর আর॥ কনিষ্ঠ শ্রীরামনারায়ণ তারে কয়। বিষয় কর্ম্মের জন্য বিদেশস্থ হয়॥ পূর্ব্ব উক্ত দুই জন রহে কাশিধামে। পীতাম্বর রামনারায়ণ এই গ্রামে॥

কনিষ্ঠ চৌধুরি মহাশয়ের বংশ বর্ণনা।

কনিষ্ঠ নরেন্দ্র রায় মহাশয় খ্যাতি। তাঁহার তনয় রামকৃষ্ণ

সাবর্ণ গোত্র।

শুদ্ধ মতি।। তস্য পুত্র দুর্গাপ্রসাদ মহাতাপা ছিল। তাহার তনয় তিন ভুবন মোহিল। ঠাকুরদাস গৌরীবল্লভ দেবনারায়ণ রায়। দুইয়ের আত্মজ আছে দেবের নাহি হয়।। ঠাকুরদাস রায়ের আছয়ে সুত দ্বয়। মহেন্দ্র আর যদুনাথ এই পরিচয়।। মধ্যম জনার আছে একই নন্দন। তাহারে সকলে কহে রায় প্রাণধন।।

শাণ্ডিল্য গোত্র।

শাণ্ডিল্য গোত্রের বংশ বর্ণনা।

(সাগরদহের বন্দ্যঘটী ভগীরথ বন্দ্যোর সন্তান তস্য বাণীনাথ সিকদারের বংশ।)

খড়দহহইতে আগমন।

সাগরদহের বন্দ্যঘটী, কুল অতি পরিপাটী, ভগীরথ বন্দ্যোর সন্তান। তস্য পুত্র জিতামিত্র, বাণীনাথ তার পুত্র, কুলীন সমাজে সে প্রধান।। ভবনাথ তার সুত, মধুসূদন তস্য পুত, বাসুদেব তাহার নন্দন। তস্য পুত্র দুগাচরণ, খড়দহহইতে আগমন, কুল ভাঙ্গে রায় মধুসূদন।। বাটী ঘর বৃত্তি দিয়া, এই স্থানে বসাইয়া, নানা সুখে হইল সন্তোষ। তস্য পুত্র পঞ্চানন, সাক্ষাত সে পঞ্চানন, কোন অংশে নাহিক তাঁর দোষ।। দাতা ভোক্তা কব ক্রিয়া, সদাব্রত অতিথি সেবা, অবিরত কৈল মহাশয়। তার

শাণ্ডিল্য গোত্র।

এক সহোদর, নামেতে রামশঙ্কর, অল্প কালে তার নিধন হয়॥ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণে, আনাইয়া এই স্থানে, সকলে করিল উপদেশ। বাটী ঘর করে দিল, সকলেরে বসাইল, পশ্চাৎ কহিব সবিশেষ॥ স্বয়ং নিজে পঞ্চানন, করিল শিবস্থাপন, জাহ্নবীর তীরে মহাশয়। তিন শিবসেবা কৈল, উচিত মতে বৃত্তি দিল, পূজার যে উপযুক্ত হয়॥

পঞ্চানন বন্দ্যের ভ্রাতৃগণের নাম পরিচয়।

রামসুন্দর বন্দ্য আর রামলোচন বন্দ্য। রঘুনাথ সর্ব্বেশ্বর আর রামানন্দ॥ নবকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ এই কয় ভাই। সকলেতে আগমন কৈল এই ঠাঁই॥

পঞ্চানন বন্দ্যের বংশ বর্ণনা।

পঞ্চাননের পুত্রগণ ছিল অষ্ট জন। রাম জ্যেষ্ঠ রামকানাই দ্বিতীয় নন্দন॥ কালাচাঁদ শিবরাম এই চারি জন। রামনিধি জয়কৃষ্ণ বংশীবদন॥ কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কৃষ্ণমোহন। কৃতী হইল সকলে সমান অষ্ট জন॥ নানা কর্ম্মে প্রত্যেকে হইল দেওয়ান। কে পারে কহিতে তাহাদের যত মান॥ পিতৃধর্ম্ম শিবসেবা অতিথি সেবন। দুর্গাপূজা শ্রাদ্ধ আদি ব্রাহ্মণ ভো-

জন ॥ নিরন্তর তাহারা করিত অষ্ট ভাই। তার পারিপাট্যের তুলনা দিতে নাই ॥

পঞ্চানন বন্দ্যের পুত্রদিগের বংশ বর্ণনা।

রামের তনয় নাই কেবল কন্যা মাত্র। তাহাতে গোবিন্দচন্দ্র মুখো সে দৌহিত্র ॥ ফুলের মুখটী কানাই ছোট ঠাকুরের বংশ। তার কথা কব কি সে গোবিন্দের অংশ ॥ তাহার দুহিতা দ্বয় আছে বর্ত্তমান। তাহাদের জন্মিয়াছে কএকটী সন্তান ॥

রামকানাইয়ের এক পুত্র নামে ঠাকুরদাস। অল্প বয়ঃক্রমে তেঁহ করেছে নৈরাশ ॥ কন্যামাত্র তাহে এক দৌহিত্র সন্তান। তারাচরণ মুখো নামে আছে বিদ্যমান ॥ ফুলের মুখোটি তার ইষ্টনিষ্ঠা অতি। তাহার বিস্তার কব যেমন শকতি ॥

কালাচাঁদের সন্তান জন্মেছে পরিপাটী। জগবন্ধু রমানাথ নামেতে দুইটি ॥ সর্ব্বমতে শ্রেষ্ঠ তারা অতি গুণবান। ক্রিয়ান্বিত ধর্ম্মনিষ্ঠ কুলের সমান ॥

শিবরাম পুত্রহীন এক কন্যামাত্র। রামনিধি বন্দ্যের আছয়ে তিন পুত্র ॥ লালমোহন আনন্দমোহন দুই জন। তৃতীয় সন্তান নামে নবীনমোহন ॥

জয়কৃষ্ণের পুত্র কন্যা কিছুমাত্র নাই। বংশীবদনের পুত্রেরা ছিল তিন ভাই ॥ রাজকৃষ্ণ কৃষ্ণধন লক্ষ্মীনারায়ণ। কৃষ্ণধ-

নের আতিশয্য শিবের সেবন ।। কৃষ্ণমোহনের পুত্র বেণিমাধব বন্দ্য। কত গুণ কব তাঁর সদাই আনন্দ ।।

রামসুন্দর বন্দ্যের বংশ বর্ণনা।

রামসুন্দর বন্দ্য যে মধ্যম মহাশয়। তাহার তনয় চারি কহি পরিচয় ।। ত্রিলোচন রামমোহন আর সীতারাম। কনিষ্ঠ যে ছিল গৌরমোহন তার নাম ।। ক্রমেতে তাহারা সবে প্রলয় পাইল। তাহার্দ্দের পুত্রগণ স্থানান্তরে গেল ।।

রামলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ বর্ণনা।

দ্বিতীয় মধ্যম রামলোচন মহাশয়। জিতেন্দ্রিয় ধন্য মান্য ছিল অতিশয় ।। তাঁহার তনয় পঞ্চ জন হয়েছিল। তাহার্দ্দের গুণে বংশ উজ্জ্বল করিল ।। রাম২ ভৈরব মধ্যম প্রেমচাঁদ। লালচাঁদ জগৎ যেন আকাশের চাঁদ ।।

জেষ্ঠের তনয় তিন আছিল এস্থানে। কলিকাতায় বাস কৈল মাতামহাশ্রমে ।। রাজ দেবনারায়ণ তিনকড়ি ছিল। ক্রমে তারা সকলেতে নিধন হইল ।।

মধ্যম জনার তিন তনয় আছিল। দুই গত শেষে মাত্র ঈশ্বর রহিল ।। রামচন্দ্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মধ্যম গোবিন্দ। কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র সদাই আনন্দ ।। মধ্যমের এক পুত্র নিমচাঁদ নামে। তারে রাখি তেঁহ চলে গেল স্বর্গধামে ।।

শাণ্ডিল্য গোত্র।

তৃতীয় জনার পুত্র দুই জন হয়। কালীপ্রসাদ ক্ষেত্রচাঁদ অতিগুণময়॥

চতুর্থ শ্রীলালচাঁদ বন্দ্য মহাশয়। তাঁহার তনয় চারি দুই গত হয়॥ প্রতাপনারায়ণ আর শ্রীনারায়ণ। এইমাত্র তাঁহার বংশের বিবরণ॥ অতিগুণবন্ত তারা ভাই দুই জন। পিতৃ-আজ্ঞাপালন করয়ে সর্ব্বক্ষণ॥

কনিষ্ঠ জনার চারি পুত্র হয়ে ছিল। বর্ত্তমান তিন এক নিধন হইল॥ লোকনাথ শ্রীনাথ আর রাধানাথ। কনিষ্ঠ জনার নাম বৈকুণ্ঠনাথ॥ শ্রীনাথ বন্দ্যের এক কন্যা মাত্র আছে। তারে রাখি তেঁহ স্বর্গে গমন করেছে॥

রঘুনাথ বন্দ্যের বংশ বর্ণনা।

রঘুনাথ বন্দ্য যিনি, ধন্য বড় ছিলেন তিনি, তাঁহার তনয় চারি ছিল। দর্পনারায়ণ রামনারায়ণ, কালীদাস ধর্ম্মনারায়ণ, ক্রমে তারা স্বর্গেতে চলিল॥

জ্যেষ্ঠ জনার এক সুত, মধ্যমের এক পুত, হরপ্রসাদ গুরুচরণ আর। কালীদাস ধর্ম্মদাস, অল্পকালে স্বর্গে বাস, তিন কন্যা কনিষ্ঠ জনার॥ তাহাতে দৌহিত্র আছে, সে কথা কহিব পাছে, ভরদ্বাজ বংশের সহিত। তারা বাস কৈল হেথা, অবশ্য কহিব কথা, যথা যোগ্য হয় সে উচিত॥

শাণ্ডিল্য গোত্র।

সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যোর বংশবর্ণনা।

সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যোর তনয় তিন ছিল। ক্রমেতে তাহারা সবে নিধন হইল॥ রামগোপাল গোপীনাথ গোবিন্দ নামেতে। তাহাদের বংশে কেহ নাহি ধরণীতে॥

নবকৃষ্ণ বন্দ্যোর বংশবর্ণনা।

নবকৃষ্ণ বন্দ্যোর তনয় দুই ছিল। তাহারা এস্থান তেজি বাকসায় রহিল॥

হরেকৃষ্ণ বন্দ্যোর বংশবর্ণনা।

হরেকৃষ্ণ বন্দ্যোর আছয়ে দুই সুত। কালীমোহন তারামোহন সর্ব্বগুণযুত॥

সাগরদহের বন্দ্যঘটী বাণীনাথ সীকদারের বংশ।

(গরলগাছা হইতে আগমন।)

বাণী সীকদারের বংশে রামদুলাল বন্দ্য। বামদেব মুনসী কন্যা দিয়া সে আনন্দ॥ তাহার তনয় দুই অতি পরিপাটী। কালিদাস বন্দ্য আর গণেশ বন্দ্যঘটী॥ বাটী ঘর করে তারা আছয়ে স্বচ্ছন্দে। কাহার দ্বারস্থ নহে রয়েছে আনন্দে॥

শাণ্ডিল্য গোত্র।

সাগরদহের বন্দ্যঘটী বাণী সীকদা-রের সন্তান।

নৈকোষ্য।

রামদুলাল বন্দ্য ঘটী, কুল অতি পরিপাটী, তস্য অন্য পক্ষের তনয়। সে জনের গুণ যত, কে পারে কহিতে তত:, পর উপ-কারী মহাশয়॥ নাম তার কাশিনাথ, সাক্ষাৎ সে কাশিনাথ, গরলগাছা হইতে আগমন। বৃদ্ধ মাতা সঙ্গে তার, গঙ্গা বাস করিবার, এই স্থানে লইল ভবন॥

সাগরদহের বন্দ্যঘটী বাণীনাথ সীকদারের বংশ।

(বাসুহাটী হইতে আগমন।)

বাণী সীকদারের পুত্র হরিনাথ নামে। তাঁহার তনয় রামকৃষ্ণ গুণধামে॥ তস্য পুত্র মণিরাম বন্দ্য মহাশয়। তাঁহার তনয় রামগঙ্গা বলি কয়॥ তস্য পুত্র রামধন বন্দ্যঘটী নামে। তস্য রামচাঁদ কুল ভাঙ্গে গুণধামে॥ কালীপ্রসাদ রায়ের দুহিতা বিয়া হয়। তাহার দৌহিত্র কৃষ্ণমোহন বলি কয়॥

গয়ঘড় রত্নেশ্বর বন্দ্যের সন্তান।

মেইল ফুলে।

নাম রত্নেশ্বর, গুণেতে যেন ঈশ্বর, আন্দীরাম তাঁহার তনয়।

শাণ্ডিল্য গোত্র।

তস্য সুত প্রাণসুন্দর, রূপেতে ভুবন সুন্দর, রামধন তস্য পুত্র হয়॥ চৈতল বংশেতে তিনি, রামনিধি চট্ট যিনি, রামধনে কন্যা দিয়াছিল। তস্য পুত্র একমাত্র, অশেষ গুণের পাত্র, হরিশ্চন্দ্র নামেতে রহিল॥ তার যত গুণপণা, নাহিক দিতে উপমা, নিজগুণে গ্রামবাসী যত। সকলে করিল বাধ্য, তাহার অতুল্য সাধ্য, বর্ণনা করিব আমি কত॥

গয়ঘড় রত্নেশ্বর বন্দ্যের সন্তান।

মেইল ফুলে।

রত্নেশ্বর বন্দ্যের সন্তান আনন্দিরাম। তস্য বলরাম তস্য দুর্গাচরণ নাম॥ তস্য রামনারায়ণ বন্দ্য ভাঙ্গিয়াছেন যিনি। তাঁহার তনয় কালীকমল গুণমণি॥ পঞ্চানন বন্দ্যের দুহিতা সুতা যেই। রামতনু মুখোর ষষ্ঠম কন্যা সেই॥ অবসতি গঙ্গানন্দ বংশের তনয়। ঠাকুরদাস চট্টে তারে সম্প্রদান হয়॥ তাহার তনয়া গ্রহণ করিয়াছিল বন্দ্য। তাহার বংশের কথা কহিতে আনন্দ॥ অপূর্ব্ব তাহার দুই হয়েছে নন্দন। প্রসন্নকুমার আর কামাখ্যাচরণ॥ অদ্যাপি তাহারা মাতামহী ভ্রাতৃ গৃহে। শিশুকাল অদ্যাবধি বয়ঃপ্রাপ্ত নহে॥

গয়ঘড় রত্নেশ্বর বন্দ্যের সন্তান।

মেইল ফুলে।

রাজনারায়ণ বন্দ্য তিনি ভজের তনয়। শিবরাম বন্দ্যোর

শাণ্ডিল্য গোত্র।

দৌহিত্র বিয়া হয়॥ গঙ্গাধর ঠাকুরের বংশের নন্দন। রামধন মুখো কন্যা বন্দ্যো সমর্পণ॥ তাহার তনয় চারি বসতি হেথায়। উমাচরণ অভয়চরণ বিশ্বনাথ তায়॥ কনিষ্ঠ কেদারনাথ না-মেতে সে জন। সর্ব্বমতে উত্তম তাহারা কয় জন॥

গয়ঘড় রত্নেশ্বর বন্দ্যের সন্তান।

রত্নেশ্বর বন্দ্য বংশে বন্দ্য রামমোহন। তাহার বিস্তার কথা করিব বর্ণন॥ পঞ্চানন বন্দ্যের জামাতা রামধন। অবসতি গঙ্গানন্দ বংশের নন্দন॥ তাঁহার দুহিতা বন্দ্য গ্রহণ করিল। তাহাতে তাহার এক সন্তান জন্মিল॥ নিমচাঁদ নাম তার কহে সর্ব্বজনে। অদ্যাপি আছয়ে যাতা মাতুল ভবনে॥

গয়ঘড় নারায়ণ বন্দ্যের বংশ।

চাঁদ বল্লভী খড়দহ মেইল।

(আদি বেলিয়া শীকরা হইতে আগমন।)

নৈকোষ্য।

নারায়ণ বন্দ্যপুত্র মহাদেব নাম। শ্রীরাম তাহার সুত সর্ব্বগুণ ধাম॥ তাহার প্রধান সুত নন্দকিশোর নামে। তস্য সুত কালীপ্রসাদ আগমন এগ্রামে॥ সর্ব্বেশ্বর রামমোহন রাম-সুন্দর ভাই। তাহাদের গুণ কহি হেন সাধ্য নাই॥ বাৎস্য গোত্র মহাদেব মুনসী দুহিতা। কালীপ্রসাদ গ্রহণ করি বসি-

লেন হেথা॥ তাহার তনয়মাত্র লালচাঁদ বন্দ্য। কি কব গুণের কথা সদাই আনন্দ॥

গয়ঘড় নারায়ণ বন্দ্যের বংশ।

নৈকোষ্য।

সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যোর তনয় তারণকৃষ্ণ। কুলে শীলে সর্ব্বমতে ছিল অতিশ্রেষ্ঠ॥ চৈতল মাণিকারাম চট্টের তনয়া। তারণ-কৃষ্ণেরে আনি দিয়াছিল বিয়া॥ প্রসন্নকুমার বন্দ্য তাহার তনয়। সবেমাত্র এক পুত্র আর নাহি হয়॥

রামমোহন বন্দ্যপুত্র বিশ্বনাথ নামে। দ্বিতীয়া দুহিতা দেন চট্ট গুণধামে॥ তাঁহার তনয় প্রেমচাঁদ নামে ছিল। পুত্র প্যারীমোহন রাখি নিধন হইল॥

গয়ঘড় নারায়ণ বন্দ্যের সন্তান।

রামসুন্দর বন্দ্যের তনয় দুই জন। বন্দ্য বিশ্বনাথ আর বন্দ্য রামধন॥ সাবর্ণ কমলাকান্ত রায় মহাশয়। কন্যা গ্রহণ করি বিশ্বনাথ ভঙ্গ হয়॥ তস্য পুত্র মহেশচন্দ্র বন্দ্য নামে আছে। অদ্যাপি সে মাতামহ গৃহেতে রয়েছে॥

গয়ঘড় নারায়ণ বন্দ্যের সন্তান।

ভঙ্গ।

রামধন বন্দ্যপুত্র দেবনারায়ণ। ঠাকুরদাস মুখো কন্যা

করিল গ্রহণ ॥ তাহার তনয় এক নবীনকৃষ্ণ নামে। অদ্যাপি বসতি করে মাতামহাশ্রমে ॥

সাগরদহের বন্দ্যঘটী রঘুরাম চক্রবর্ত্তির সন্তান।

ফুলে।

(আগড়পাড়া হইতে আগমন।)

ভঙ্গের পুত্র।

কালীপ্রসাদ বন্দ্যের তনয় ভগবান। সর্ব্বমতে শ্রেষ্ঠ তেঁহ অতি গুণবান ॥ চৈতল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্ট মহাশয়। তাঁহার দুহিতা বন্দ্য করে পরিণয় ॥ তাঁর এক পুত্রমাত্র আছে এই স্থানে। তারকনাথ নামে আছে মাতুল ভবনে ॥

সাগরদহের বন্দ্যঘটী রামেশ্বর চক্রবর্ত্তির সন্তান।

ফুলে।

রামেশ্বর চক্রবর্ত্তিবংশেতে উদয়। গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী অতি মহাশয় ॥ রঘুনন্দন চক্রবর্ত্তী তাহার তনয়। কুলে শীলে মান্য বড় ছিল মহাশয় ॥ তাঁহার তনয় শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী। বলরাম ঠাকুর বংশেতে তাঁর আবৃত্তি ॥ তাঁহার তনয় কালীচরণ বন্দ্য-ঘটী। তস্য পুত্র হরিহর নপাড়ায় বাটী ॥ বড়িশ্যায় কুল ভঙ্গ করিল সে জন। রাধানাথ বন্দ্য নামে তাঁহার নন্দন ॥ রড়া

শাণ্ডিল্য গোত্র।

গ্রামে বাস তাঁর অতিমহাশয়। চন্দ্রকুমার বন্দ্য নামে তাঁহার তনয়॥ গোবিন্দ মুখোর কন্যা করিল গ্রহণ। প্রমথনাথ বন্দ্য তাঁর জন্মিল নন্দন॥ মাতামহের বৃত্তিআদি অর্দ্ধেক পা-ইল। দ্বিতীয় অর্দ্ধেক অন্য দৌহিত্র লইল॥

কাঁটাদহ পাঠকচক্রবর্ত্তির সন্তান।

ফুলে মেইল।

পাঠক চক্রবর্ত্তিবংশে নাম মৌজীরাম। যথার্থ তাঁহার জেনো দুর্গাচরণ নাম॥ স্বয়ং সে জন কুল ভঙ্গ করিয়াছে। তাহার বিস্তার কথা কহিতেছি পাছে॥ চন্দ্রশেখর রায়ের দৌহিত্রী দুই জন। তাহাদের পিতা চট্ট প্রতাপনারায়ণ॥ ঐ দুই কন্যা বন্দ্য বিবাহ করিল। তাহাতে দুজনের দুই সন্তান জন্মিল॥ কালীপ্রসাদ বন্দ্য আর বন্দ্য রামরতন। তাহাদের গুণ কত করিব বর্ণন॥ কালীপ্রসাদ বন্দ্য এক তনয় রাখিল। তাহারে সকলে ক্ষেত্রমোহন কহিল॥ রামরতন বন্দ্যোর নাহিক যে নন্দন। অপুত্রক তাঁর লোকান্তরেতে গমন॥

বল্লভী।

বল্লভ আচার্য্যের সন্তান।

বল্লভাচার্য্যের বংশে সীতারাম বন্দ্য। তারে ভাঙ্গি রামরাম সদাই আনন্দ॥ তস্য পুত্র রামদুলাল নামেতে আছিল।

শাণ্ডিল্য গোত্র।

তাহার তনয় তিন জন উপজিল॥ তাহারদের মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ হয় জ্যেষ্ঠ। হরচন্দ্র রামচাঁদ তাহার কনিষ্ঠ॥ পরাণ বন্দ্যের পুত্র হয় দুই জন। রামগোপাল বন্দ্য আর গঙ্গানারায়ণ॥ হরচন্দ্র বন্দ্যের সন্তান কেহ নাই। রামচাঁদ বন্দ্যের সন্তান চারি পাই॥ নারায়ণচন্দ্র নামে আছিল সে জ্যেষ্ঠ। মধুসূদন কৈলাশ বৈকুণ্ঠ সে কনিষ্ঠ॥ গঙ্গানারায়ণ আর নারায়ণচন্দ্র নামে। অল্প কালে উভয়ে চলিল স্বর্গধামে॥

ফলে মেইল।

সাগরদহের বন্দ্যঘটী রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তির সন্তান।

(মণিরামপুর হইতে আগমন।)

রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তি বংশেতে উদয়। গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁরে কয়॥ তস্য কুল ভঙ্গ করে রামহরি রায়। বাটী ঘর বৃত্তি তাঁরে দিলেন হেথায়॥ কীর্ত্তিচন্দ্র নামে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়। শিবচন্দ্র কৈলাশ চন্দ্রেরে ছোট কয়॥ কীর্ত্তিচন্দ্র বন্দ্যের আছয়ে এক সুত। তার নাম গোবিন্দচন্দ্র গুণযুত॥ শিবচন্দ্র মধ্যমের আছয়ে তনয়। কেদার নামে জ্যেষ্ঠ ছোট নেড়া নামে কয়॥

শাণ্ডিল্য গোত্র।

সাগরদহের বন্দ্যঘটী রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তির সন্তান।

ফুলে মেইল।

পদ্মকুমার বন্দ্য তিনি ভঙ্গের তনয়। দর্পনারায়ণ মুখো কন্যা বিয়া হয়॥ তাঁহার তনয় দুই অতি সুনির্ম্মল। জয়-গোপাল বন্দ্য আর বন্দ্য রামকমল॥ অদ্যাপি তাহারা আছে মাতামহালয়। করিবে আলয় যবে আবশ্যক হয়॥

সাগরদহের রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তির সন্তান।

ফুলে মেইল।

রামসুন্দর বন্দ্য তিনি ভঙ্গের তনয়। রামকৃষ্ণ রায়ের তনয়া বিয়া হয়॥ আনন্দচন্দ্র বন্দ্য তাহার তনয়। কনিষ্ঠ সে জগৎ-চন্দ্র অতিমহাশয়॥ আনন্দচন্দ্রের পুত্র তিন জন আছে। শিবচন্দ্র দীনবন্ধু তারা প্রসাদ পাছে॥ জগৎচন্দ্র বন্দ্যোর নাহিক যে তনয়। অপুত্রক তাহার লোকান্তর হয়॥

সাগরদহের বন্দ্যঘটী রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তির সন্তান।

ফুলে মেইল।

রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তিবংশে রামকুমার। অতি সুভাজন গুণ কব

শাণ্ডিল্য গোত্র।

কত তাঁর॥ রামতনু মুখোর পঞ্চম কন্যা যিনি। পঞ্চানন বন্দোর দৌহিত্রী হন তিনি॥ কৃষ্ণচন্দ্র মুখোর মধ্যমা যে ভগিনী। তাহারে বিবাহ বন্দ্য করেছিলেন তিনি॥ তাঁহার তনয় হেথা আছে এক জন। সর্ব্বমতে গুণী নাম হরিনারায়ণ॥ অদ্যাপি সে রহিয়াছে মাতুল আলয়ে। বাটী ঘর করিবে সে যখন বুঝয়ে॥

হরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান।

পণ্ডিতরত্নী মেইল।

পণ্ডিত মহেশ বন্দ্য, তস্য পুত্র হরি বন্দ্য, তস্য পুত্র রামনারায়ণ। রামকৃষ্ণ তার সুত, খেলারাম তাঁর পুত, লক্ষ্মীকান্ত তাঁহার নন্দন॥ কুল ভাঙ্গে সেই জন, তস্য পুত্র রামমোহন, পুণ্য আত্মা ছিলা বড় তেঁহ। অপার শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীমৎ ভাগবত দিলা, তস্য পদে সমর্পিলা দেহ॥ তাহার তনয় যারা, সর্ব্বমতে শান্ত তারা, জয়গোপাল বন্দ্য নন্দগোপাল। ছোট উদয়চাঁদ নাম, সর্ব্বগুণে গুণধাম, পিতারে পাঠান স্বর্গধাম॥

পণ্ডিত রত্নি হরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান।

ভদ্রকালী বাস তাঁর, জগন্নাথ নাম যাঁর, বন্দ্যকুলে হইয়া উদয়। তাঁহার উপমা যত, আমি বা কহিব কত, স্বেচ্ছাধীন

কুল ভঙ্গ হয়॥ তস্য পুত্র বৈদ্যনাথ, সাক্ষাৎ সে বৈদ্যনাথ; কন্যা দেন চট্ট আন্দিরাম। তাঁহার তনয় দুই, তার বিবরণ কই, রামকুমার ছোট বন্দ্য রাম॥ গোবিন্দচন্দ্র যেই, রামকুমারের পুত্র সেই, তারে রাখি গেল স্বর্গধাম। সে বড় সজ্জন ছিল, অশেষ সুখ্যাতি নিল, দুঃখ হয় লইতে তার নাম॥

পণ্ডিত রত্ন হরিবন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান।

লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্য সুত কালীপ্রসাদ নাম। তাঁহার তনয় প্রাণকৃষ্ণ গুণধাম॥ কালীশঙ্কর ন্যায়ভূষণের কন্যা গ্রহণ করে। তদবধি রহিলেন শ্বশুরের ঘরে॥ তাঁহার তনয় দুই পাঁচু বিশ্বেশ্বর। তারা অতি সুস্থির সুজন নম্রতর॥

বল্লভি গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান।

(শিবপুর হইতে আগমন।)

ভঙ্গ জগৎরাম বন্দ্য, তস্য রামতনু বন্দ্য, তস্য মহেশচন্দ্র কালীকৃষ্ণ। তাহারা যে দুই ভাই, দ্বিতীয় নাহিক পাই, সর্ব্ব মতে ছিল তারা শ্রেষ্ঠ॥ ঘনশ্যাম রায় সুতা, কালীকৃষ্ণ বিবাহিতা, তাহার তনয় উমেশচন্দ্র। মদন রায়ের কন্যা ছিল, মহেশচন্দ্রে বিয়া দিল, তাহার দৌহিত্র হেমচন্দ্র॥ তাহারা যে

শাণ্ডিল্য গোত্র।

দুই ভাই, মাতামহের বৃত্তি পাই, এই স্থানে করিল বসতি। তাহাদের গুণ যত, কহিতে না পারি তত, সুশীল সুজন শুদ্ধ-মতি ॥

কাশ্যপ গোত্র।

চৈতল মহেশ চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান।

চৈতল মেলের শ্রেষ্ঠ, তাহাতে মহেশ চট্ট, কুলে শীলে মান্য বড় তিনি। তৎ সুত রামগঙ্গা জ্যেষ্ঠ, তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ, কুল ভঙ্গ করিলেন যিনি ॥ জনাইয়েতে বাস ছিল, স্বেচ্ছাধীন তিয়াগিল, সঙ্গে পঞ্চ তাহার তনয়। গঙ্গারামে কৃপা করে, গঙ্গা বাস করিবারে, এই স্থানে হইলা উদয় ॥ তার পুত্র পঞ্চ জন, কহিতেছি বিবরণ, অশেষ গুণের গুণধাম। বিবাহ নাহিক যার, রামনিধি নাম তার, কন্যা দিল রায় গঙ্গারাম ॥ কুলে শীলে মান্য যত, আমি মূঢ় কব কত, চন্দ্রের সমান সুনির্ম্মল। স্বকৃত ভঙ্গের পুতে, রায় তারে দিয়া সুতে, সর্ব্বমতে হইল কুতুহল ॥

জ্যেষ্ঠ রামভদ্র নাম, রামনাথ গুণধাম, রামচরণ রামতনু শেষ। সবে বাস কৈল হেথা, কি কব দুঃখের কথা, রামনাথ ছাড়িল এদেশ ॥

কাশ্যপ গোত্র।

জ্যেষ্ঠ রামভদ্র চট্টোপাধ্যায়ের বংশবর্ণনা।

রামভদ্র চট্টপুত্র দুই জন ছিল। রামমোহন কুড়ারাম ক্রমে লয় হৈল।। রামমোহনের পুত্র দুর্গা কালিদাস। অল্প বয়ঃক্রমে তারা হইল নিরাস।। কুড়ারাম চট্টের তনয় দুই জন। কৈলাশ আর দিননাথ অতি সুভাজন।।

রামনিধি চট্টোপাধ্যায়ের বংশ-বর্ণনা।

রামনিধি চট্টের তনয় সপ্ত জন। ক্রমাগত তাহার কহিব বিবরণ।। রামসুন্দর রাজচন্দ্র কিনু গোপালরাম। কৃষ্ণচন্দ্র ছোট রামচন্দ্র তার নাম।। শেষ দুই জনা বড় পুণ্যবান ছিল। স্বেচ্ছাধীন তারা কাশী ধামেতে মরিল।। গঙ্গারাম রায়ের দৌহিত্র দুই জন। অল্প বয়ঃক্রমে তারা হইল নিধন।। রামসু-ন্দর রাজচন্দ্র নামে দুই ভাই। তাহাদের সন্তান সন্ততি কেহ নাই।। তার এক ভগ্নীমাত্র নামেতে শিবানী। তাহার বং-শের কথা কহিব ইদানী।। কিনু চট্টোপাধ্যায়ের না হয় নন্দন। গোপালের পুত্র শ্যামাচরণ মধুসূদন।। রাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কালী ছিল। অল্প বয়ঃক্রমে তার মরণ হইল।। কৃষ্ণচন্দ্র চট্টের তনয় তিন জন। রাজনারায়ণ শ্রীনারায়ণ প্রেমনারায়ণ।। রাজনারায়ণ তিন রাখিল নন্দন। হরি তারিণীচরণ চন্দ্রনারা-

কাশ্যপ গোত্র।

য়ণ ।। রামচন্দ্রের পঞ্চ স্থত কহিব বিস্তার। কালীকুমার নন্দ-কুমার সূর্য্যকুমার ।। চন্দ্রকুমার রমানাথ কনিষ্ঠ আছয়। ইঁহাদের মধ্য সূর্য্যকুমার নিধন হয় ।।

রামচরণ চট্টের বংশেতে নাহি কেহ। অপুত্রক স্বর্গগত হইলেন তেঁহ ।।

রামতনু চট্টোপাধ্যায়ের বংশ-বর্ণনা।

রামতনু চট্টোপাধ্যায় ঋষিতুল্য ছিল। সেই পুণ্য বলে পঞ্চ পুত্র উপার্জিল ।। হরনাথ ভোলানাথ আর তারকনাথ। শিবনাথ সর্ব্বের কনিষ্ঠ দেবনাথ ।। ধনে মানে কুলে তারা মান্য অতিশয়। উন্নতি সময়ে ভোলানাথ নিধন হয় ।।

চৈতল মহেশ চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান।

(জনাই হইতে আগমন।)

নৈকোষ্য।

কালীচরণ চট্ট যিনি, চট্ট বংশের শিরোমণি, জনাই হইতে আগমন। রামচন্দ্র মুনসীকন্যা, সর্ব্বমতে মহা ধন্যা, তারে তেঁহ করিলেন গ্রহণ ।। বাটী ঘর বৃত্তি দিল, এই স্থানে বসাইল, তাহার তনয় চারি জন। জ্যেষ্ঠ কমল চট্ট নাম, মধ্যম সে মা-

নিকরাম, তারাচাঁদ তৃতীয় নন্দন ॥ তাদের বামনাই যত, সর্ণন করিব কত, কনিষ্ঠেরে গোরাচাঁদ কয়। সেই মাত্র বংশধর, কুল শীলে মান্যবর, পিতৃ ভাবে সেই জন রয় ॥ জ্যেষ্ঠ কমল চট্ট যিনি, কুল ভঙ্গ করেন তিনি, তাহার তনয় ভগবান। মধ্যম সে মানিকরাম, দৌহিত্রে তাহার নাম অপুত্রক নিত্যধামে যান ॥ তারাচাঁদ চট্ট যেহ, বিরভদ্রী হয়েন তেঁহ, তাঁহার সন্তান কেহ নাই। গোরাচাঁদের পুত্র যারা, স্থানান্তরে গেল তারা, পূর্ব্বে তারা ছিল চারি ভাই ॥ জ্যেষ্ঠের তনয় যেহ, তার বংশে নাহি কেহ, অপুত্রক লোকান্তর হয় কেবল ভগিনী দ্বয়, এইমাত্র পরিচয়, সে বংশেতে কেহ নাহি রয় ॥

চৈতল মহেশ চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান।

রামজয় রামানন্দ রামশঙ্কর চট্ট। রামপ্রসাদ তাহাদের সর্ব্বের কনিষ্ঠ ॥ রামচন্দ্র রায়ের দুহিতা গ্রহণেতে। রামজয় কুল ভঙ্গ করিল তাহাতে ॥ তস্য পুত্র ভৈরবচন্দ্র মহাশয়। তাঁহার তনয়ে সবে কালীপদ কয় ॥ রামানন্দ রামশঙ্কর রামপ্রসাদ যারা। এখানে কেহই নাই তাদের বংশে যারা ॥

কাশ্যপ গোত্র।

চৈতল চন্দ্রশেখর বিদ্যাল-ঙ্কারের সন্তান।

(গরলগাছা হইতে আগমন।)

চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের বংশ মতে। রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় আসিল হেথাতে॥ গরলগাছা তেজে কৈলা গঙ্গাবাস তিনি। তাঁহার তনয় দেবীচরণ গুণমণি॥ তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ রাজীব লোচন। কনিষ্ঠ সে অল্প কালে হইল নিধন॥ জ্যেষ্ঠের তনয় রামচন্দ্র জগন্নাথ। কনিষ্ঠের পুত্র রাধানাথ সুবিখ্যাত॥

অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপা-ধ্যায়ের সন্তান।

(দেশমুখ্য হইতে আগমন।)

পঞ্চানন বন্দ্যোর জামাতা নশীরাম। মুখো বংশে বিস্তার আছয়ে তাঁর নাম॥ তাঁহার জামাতা চট্ট কৃষ্ণমোহন নামে। তস্য পুত্র কালীমোহন আছে এই গ্রামে॥ স্বয়ং সে বাটী ঘর করিয়া রয়েছে। সুধীর নম্রতর তেঁহ সকলেরি কাছে॥

অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপা-ধ্যায়ের সন্তান।

(দেশমুখ্য হইতে আগমন।)

গঙ্গানন্দ চট্টবংশে দুই ভাই তারা। রামচাঁদ ঠাকুরদাস

কাশ্যপ গোত্র।

চট্ট ছিল যারা॥ পঞ্চানন বন্দ্যের দৌহিত্রী দুই ছিল। রাম-তনু মুখো কন্যা গ্রহণ করিল॥ জ্যেষ্ঠের তনয় কালীপ্রসন্ন নামেতে। স্বয়ং সে বাটী ঘর করিল হেথাতে॥ কনিষ্ঠের দুই সুত আছিল পূর্ব্বেতে। দীনবন্ধু কালীপদ চাটুতি নামেতে॥ জ্যেষ্ঠের তনয় এক পার্ব্বতীচরণ। তারে রাখি দোঁহে কৈল স্বর্গে আরোহণ॥ অদ্যাপি আছয়ে পিতামহী-ভ্রাতৃ-গৃহে। বাটী ঘর করিবে যবে উপযুক্ত বহে॥

অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান।

(কুচুণে হইতে আগমন।)

দীর্ঘাঙ্গ নিবাসী চট্ট নন্দকুমার নামে। তস্য পুত্র কাশীনাথ চট্ট গুণ ধামে॥ স্বেচ্ছাধীন কুল ভঙ্গ করিল সে জন। রামগো-পাল চট্ট নামে তাহার নন্দন॥ গোবিন্দ মুখোর কন্যা বিবাহ করিল। তদুপলক্ষেতে তেঁহ এখানে রহিল॥ শ্বশুরের বাটী বৃত্তি অর্দ্ধেক পেয়েছে। ইদানীক তার চারি সন্তান জন্মেছে॥

অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান।

(কানপুর হইতে আগমন।)

রামদুলাল চট্টের তনয় রামচাঁদ। তাহারে লইয়া কুলে হই-

কাশ্যপ গোত্র।

ল বিষাদ ॥ নারায়ণ রায় তাঁরে ভঙ্গ করিয়াছে। তাহার তনয় দুই কহিতেছি পাছে ॥ নবকুমার রামকুমার নামে দুই ভাই। নবকুমারের পুত্র কালিদাস পাই ॥ দ্বিতীয় তনয় তার ভুতনাথ নামে। তাহাদ্দের রাখি নব গেল স্বর্গধামে ॥

অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান।

(কানপুর হইতে আগমন।)

বালকরাম চট্ট তেঁহ অতি মহাশয়। নারায়ণ রায়ের গৃ-হেতে ভঙ্গ হয়॥ তাহার তনয় লোকনাথ শিবনাথ। তাহা-দ্দের বিস্তার কহিব যে পশ্চাৎ॥ রূপ গুণ বিদ্যা সাধ্য সকলি আছয়। অদ্যাপি আছয়ে তারা মাতামহালয়॥

অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান।

কানপুর নিবাসী শ্রীচট্ট মানিকরাম। তাহার তনয় ক্ষেত্র-চন্দ্র গুণধাম॥ তাহাকে দুহিতা দেন মুখো রামমোহন। বিহারিলাল চট্ট নামে তাহার নন্দন॥ অতিশয় দৈন্য দশায় আছে সেই জন, সামান্য আশ্রয় করি রয়েছে এখন॥

কাশ্যপ গোত্র

অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান।

খামারপাড়া নিবাসী চাটুর্ত্তি লালমোহন। সাবর্ণ তিলুরাম রায় কৈল আবাহন॥ তাহাকে দুহিতা এক করে সম্প্রদান। নবকুমার চট্ট নামে তাহার সন্তান॥ মাতামহের বৃত্তি আদি সকলি পাইল। তদুপলক্ষেতে হেথা বসতি করিল॥

অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভাগ।

মৈকোষা।

ছিল কানপুর বাসী, দৈবযোগে হেথা আসি, এই গ্রামে করিল বসতি। নামেতে গোলকমোহন, নিয়ত ইষ্ট সাধন, সেই ফলে পাইল সদ্গতি॥ তাহার তনয় তিন, তারা অতি বিত্তহীন, কোন মতে দিনপাত করে। জ্যেষ্ঠ নামে ক্ষেত্রচন্দ্র, মধ্যম প্রসন্নচন্দ্র, কনিষ্ঠ নীলমণি নাম ধরে॥ তারা এই তিন ভাই, কোন অংশে দোষ নাই, সর্ব্বজনপ্রিয় পাত্র হয়। গ্রামবাসী ভদ্র যত, সে কথা কহিব কত, সর্ব্ব জনে তাহারে সদয়॥

কাশ্যপ গোত্র।

অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান।

(কানপুর হইতে আগমন।)

অবসতি চট্ট তেঁহ ঠাকুরদাস নামে। স্বেচ্ছাধীন কুল ভঙ্গ করে এই গ্রামে॥ সাবর্ণ ভারতচন্দ্র রায় মহাশয়। তাহারি হইতে চট্ট কুল ভঙ্গ হয়॥ তস্য পুত্র কালীমোহন নামেতে সে জন। অদ্যাপি আছয়ে মাতামহের ভবন॥

ধন ভুবন চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান।

(গরলগাছা হইতে আগমন॥)

নাম চট্ট যাদবরাম, অশেষ গুণের ধাম, তাঁহার তনয় রামমোহন। কাশ্যপ কাজেড়ি দলে, তারে সবে ধন্য বলে, কুল ভাঙ্গে রায় নিমাইচরণ॥ তাহার তনয় দুই, তাহার বিস্তার কই, শিবচন্দ্র ছোট গঙ্গাধর। তাঁহারা দুই সহোদর, অশেষ গুণের আকর, এই স্থানে কৈল বাটী ঘর॥ শ্রীযুত গোপাল রায়, আছে অতি মহাশয়, তার ভাগিনেয় দুই জন। তাহাদের জন্য তেঁহ, অশেষ প্রকার স্নেহ, করি কৈলা অনেক যতন॥

কাশ্যপ গোত্র।

বল্লভি বিজয় চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান।

রামধন চট্ট যিনি, গুণে মান্য শিরোমণি, কুলীন পণ্ডিত অতিশয়। রামেশ্বর মুনসী নামে, কন্যা দিল্ল গুণধামে, এই স্থানে বসতি করয়॥ তস্য পুত্র বৃন্দাবন, তারে রাখি রামধন, স্বর্গধামে করিল গমন। বৃন্দাবন কুল ভেঙ্গে, মাতুল বংশের সঙ্গে, ভালমতে কৈল নিকেতন॥

বল্লভি বিজয় চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান।

নৈকোষ্য।

বিজয় চট্টের বংশে রামজয় নামে। তস্য পুত্র শম্ভুচন্দ্র আসিল এ গ্রামে। রামসুন্দর মুনসীর দুহিতা বিয়া করে। রহিলেন এই স্থানে বাটী ঘর করে॥

বাঙ্গালপার্ষ তপন চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান।

(আতপুর হইতে আগমন।)

গোবিন্দরাম চট্ট অতি মহাশয় ছিলা। বিবাহ সম্পর্কে তেঁহ এখানে আসিলা॥ তস্য পুত্র আন্দিরাম চট্ট মহাশয়। রাম-

ভরদ্বাজ গোত্র।

নিধি বাচস্পতি তাঁহারে আনয়॥ অপনার ভগিনী তাহারে বিয়া দিল। তাহার তনয় নবকুমার জন্মিল॥ নবকুমার চট্টের তনয়া এক আছে। তাহারে রাখিয়া নব কৈবল্য পেয়েছে॥ তার ভাগিনেয় রামবন্দ্য নামে যেহ। তস্য গৃহে বসতি করিয়া আছেন তেঁহ॥

ভরদ্বাজ গোত্র।

মুখো বংশবর্ণন।

ফুলের মুখটী শিবাচার্য্য ঠাকুরের সন্তান।

পণ্ডিত শ্রীমনোহর, মুখোবংশে সৃষ্টিধর, তাহার তনয় তিন জন। সুষেণ জগদানন্দ, কনিষ্ঠ শ্রীগঙ্গানন্দ, ফুলে মেলে বিখ্যাত ভুবন॥ সুষেণ পণ্ডিতসুত, শিবাচার্য্য গুণযুত, তস্য পুত্র গোপেশ্বর নাম। তস্য পুত্র রামকৃষ্ণ, কুলে শীলে অতি শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিত অশেষ গুণধাম॥ তার পুত্র মহাদেব, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব, তাঁহার তনয় হরিরাম। তাহার পুত্রের কথা, কহিতে শকতি কোথা, লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা নাম॥ লক্ষ্মী নারায়ণ সুত, বীরসিংহ গুণযুত, সদাশিব আর ভোলানাথ। রামকান্ত মহাশয়, দেবীপ্রসাদ যারে কয়, কনিষ্ঠ (মকুট) কাশীনাথ॥ শাণ্ডিল্য শ্রীদুর্গাচরণ, রামকান্তে আবাহন, করে পঞ্চ কন্যা দিল তায়। ঐ মতে কাশীনাথে, দিলেন চারি দুহিতে, বিস্তার সে কহনে না যায়॥

ভরদ্বাজ গোত্র।

রামকান্ত মুখোর তনয় দুই জন। উভয় নামেতে তারা ছিল রামমোহন॥ জ্যেষ্ঠ রামমোহনের পুত্র একজন। হরচন্দ্র নাম তার অতি সুগঠন॥ তাহার তনয় কালী নামে ছিল যেই। অতি অল্প বয়সে প্রলয় পাইল সেই॥ দ্বিতীয় রামমোহনের একই তনয়। পীতাম্বর নামে তার পুত্র গোনি কয়॥

কাশিনাথ মুখোর তনয় মুক্ত রাম। দ্বিতীয় তনয় শম্ভুচন্দ্র তাঁর নাম॥ হরমোহন মুখো নামে পুত্র এক জন। সাবর্ণ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কৈল আবাহন॥ তাঁহার দুহিতা দিয়া রাখিল এস্থানে। অপুত্রক গঙ্গাবাস কৈল গুণধামে॥

দুর্গাচরণ বন্দোর তনয় পঞ্চানন। উক্ত বংশে পঞ্চ কন্যা করিল অর্পণ॥ বীরসিংহ মুখো পুত্র প্রাণকৃষ্ণ নামে। তাহারে দিলেন এক কন্যা গুণধামে॥ তাঁহার তনয় রামজয় গুরুদাস। রামজয়পুত্র কালীকৃষ্ণ পরকাশ॥ কালীকৃষ্ণ মুখোর তনয় এক মাত্র। চির দিন বিদেশস্থ নাম তাঁর ক্ষেত্র॥

সদাশিব মুখোর তনয় দুই জন। নসীরাম রামতনু অতি সুভাজন॥ তাঁহারে দিলেন তেঁহ কন্যা চতুষ্টয়। উভয় করিল গ্রহণ প্রত্যেকেতে দ্বয়॥ নসীরাম মুখো পুত্র রামরতন জ্যেষ্ঠ। সর্ব্বানন্দ মুখো রামগোপাল কনিষ্ঠ॥

রামতনু মুখো পুত্র হয় সপ্তজন। চারি তিন করি দুই পক্ষের গণন॥ কৃষ্ণচন্দ্র জগৎচন্দ্র রামচন্দ্র আর। কনিষ্ঠ আছিল নাম কীর্ত্তিচন্দ্র তার॥ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র ভগবতীচরণ। দ্বিতীয় তনয় বেণি অতি সুগঠন॥ জগৎচন্দ্রের পুত্র এক

মাত্র হয়। তাহারে সকলে ব্রজনাথ বলি কয়॥ রামচন্দ্রের পুত্র হয় এক জন। তাহারে সকলে ভূতনাথ বলি কন॥ কীর্ত্তি চন্দ্রের পুত্র দিননাথ নামে। আত্মজ রাখিয়া সবে গেল স্বর্গ ধামে॥

দ্বিতীয় পক্ষেতে হয় পুত্র তিন জন নীলমণি ভগবানচন্দ্র বলি কন॥ কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র নাম হয় তার। চন্দ্রকুমার উমা-চরণ পুত্রদ্বয় যার॥

ফুলের মুখটী শিবাচার্য্য ঠাকুরের সন্তান।

শিবাচার্য্য বংশে লক্ষ্মীনারায়ণ যিনি। তস্য পুত্র ভোলা-নাথ মুখো নামে তিনি॥ তাঁহার তনয় রামশঙ্কর নামেতে। কুল ভঙ্গ করিলেন আপন ইচ্ছাতে॥ তস্য পুত্র রামজীবন মুখো মহাশয়। রামকানাই বন্দ্যোর কন্যাকে বিয়া হয়॥ পঞ্চা-নন বন্দ্যোর মধ্যম পুত্র তিনি। তাঁহার দৌহিত্র তারাচরণ গুণ মণি॥

ফুলের মুখটী শিবাচার্য্য ঠাকুরের সন্তান।

লক্ষ্মীনারায়ণ পুত্র দেবীপ্রসাদ নামে। তাঁহার তনয় রামধন

গুণধামে॥ তাঁহারে দিলেন কন্যা রামলোচন বন্দ্য। তাঁহার দৌহিত্র জ্যেষ্ঠ নামেতে আনন্দ॥ মধ্যম জনার নাম রাজচন্দ্র ছিল। তৃতীয় রাজকিশোর নামেতে উপজিল॥ কনিষ্ঠ কৈলাশ নামে এই চারি জন। বর্ত্তমান রাজকিশোর অপর নিধন॥

ফুলের মুখটী শিবাচার্য্য ঠাকুরের সন্তান।

(মেটুক) কাশীনাথ মুখোর পুত্র দুই জন। রামমোহন মুখো ছোট গোলকমোহন॥ দুর্গাচরণ বন্দ্যপুত্র শর্ব্বেশ্বর নামে। উভয়ে দুহিতা দ্বয় দিলেন গুণধামে॥ রামমোহনের পুত্র শ্রীধর শ্রীকৃষ্ণ। গোলকমোহনের পুত্র ত্রিগুণ কনিষ্ঠ॥ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র নামে জ্যেষ্ঠ যে আছিল। অপুত্রক অল্পেতে সে লোকান্তর হইল॥

ফুলের মুখটী কানাই ছোট ঠাকুরের সন্তান।

গুরুপ্রসাদ মুখো নামে অতি মান্যমান। রামকৃষ্ণ রায় কন্যা কৈল সম্প্রদান॥ তাহার তনয় নন্দদুলাল মুখটী। তাঁহার তনয় সবে আছিল দুইটী॥ কালীনাথ শ্যামাচরণ নামে

ভরদ্বাজ গোত্র।

দুই ভাই। কালীনাথ সুত যে কৈলাশ মুখো পাই॥ কালী-
নাথ অল্প কালে হয়েছে নিধন। কনিষ্ঠ সে বর্ত্তমান শ্রীশ্যামা-
চরণ॥

ফুলের মুখটী গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান।

গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য, তস্য পুত্র রামাচার্য্য, রাঘবেন্দ্র তাহার
তনয়। তস্য পুত্র নীলকণ্ঠ, সাক্ষাৎ সে নীলকণ্ঠ, গঙ্গাধরে
তস্য পুত্র কয়॥ তস্য গোপীরমণ নাম, সর্ব্বগুণে গুণধাম, তস্য
গৌরীচরণ মহাশয়। তস্য পুত্র হরেকৃষ্ণ, সর্ব্বমতে ছিল শ্রেষ্ঠ,
নন্দগোপাল তাহার তনয়॥ চৈতল শ্রীরামনিধি, সর্ব্ব গুণে
গুণনিধি, তারে কন্যা কৈল সম্প্রদান। তাহাতে আনন্দ যত,
কে পারে কহিতে তত, আমি কত করিব বর্ণন॥ শিবানী তাঁ-
হার নাম, তাঁরে কৈল সম্প্রদান, সাবর্ণ দুহিতা সুতা তিনি।
তাঁর এক পুত্রমাত্র, অশেষ গুণের পাত্র, জিতেন্দ্রিয় ধন্য গুণ-
মণি॥ জগমোহন তার নাম, বাল্যাবধি গুণধাম, ধন উপা-
র্জ্জন কৈল কত। অপব্যয় নাহি হয়, পুণ্যবান মহাশয়, দৈব
কর্ম্ম কৈল অবিরত॥ তাহার তনয় পঞ্চ, পঞ্চরূপে যেন পঞ্চ,
দেবের স্বরূপ হয় তারা। জয়কৃষ্ণ রাজকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ,
কনিষ্ঠ নবীনকৃষ্ণ যারা॥ সর্ব্বগুণে গুণবন্ত, সর্ব্ব মতে ভাগ্য-
বন্ত, জয়বন্ত আশ্রিত পালনে। দেশের পঙ্কোদ্ধার, ঘাটে

ভরদ্বাজ গোত্র।

পোস্ত পুল আর, বিদ্যালয় করিল যে জনে॥ জ্যেষ্ঠের তিন পুত্র হয়, মধ্যমের দুই কয়, চতুর্থ জনার এক সুত। তাহাদের গুণ যত, কহিতে কে পারে তত, সকলে সমান গুণযুত॥

ফুলের মুখটী গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান।

গঙ্গাধর ঠাকুরের তনয় রামদেব। তস্য পুত্র আত্মারাম যেন মহাদেব।। কুল ভঙ্গ কৈলা হেথা সাবর্ণ গৃহেতে। তাঁহারে নরেন্দ্ররাম দিলেন দুহিতে।। তস্য পুত্র দয়ারাম নামেতে আছিল। গুরুপ্রসাদ সহস্ররাম তাহাতে জন্মিল॥ গুরুপ্রসাদের পুত্র নামেতে শ্রীনাথ। মধ্যম সে গোপীনাথ ছোট হরনাথ॥ শ্রীনাথ মুখোর সুত প্রাণচাঁদ নামে। মধ্যম শ্রীগোপীনাথ রৈল কাশীধামে॥ শ্রীনাথ অত্যল্পকালে হইল নিধন। কনিষ্ঠ শ্রীহরনাথ আছয়ে এখন। সহস্ররাম মুখোর তনয় নাহি কেহ। অনায়াসে স্বর্গে যাত্রা করিলেন তেঁহ॥

ফুলের মুখটী গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান।

গঙ্গাধর ঠাকুরের সুত রামদেব নাম। তাঁহার তনয় তাঁর নাম কেনারাম॥ জগন্নাথ তস্য পুত্র অতিমহাশয়। তস্য

ভরদ্বাজ গোত্র।

গোরাচাঁদ মুখোর কুল ভঙ্গ হয়ণ। তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ মুখো মহাশয়। তস্য পুত্র ব্রহ্মচন্দ্র হইল উদয়।। ধর্ম্মদাস বন্দ্য তাঁরে দিলেন দুহিতা। তাঁহার দৌহিত্র নবকুমার লয়ে কন্যা।।

কুলের মুখটী রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তান।

রত্নেশ্বর মুখো নামে মান্য বড় ছিল। স্বেচ্ছাধীন কুল ভঙ্গ সে জন করিল।। তাঁহার তনয় বৈদ্যনাথ মুখো নামে। তাঁ-হাকে দুহিতা দেন রায় গঙ্গারামে। তস্য পুত্র কিনু মদন-মোহন দুই ভাই। কনিষ্ঠের পুত্রনাম পীতাম্বর পাই।।

খড়দহ চাঁদবল্লভি কামদেব পণ্ডিতের সন্তান।

(খোদপুর হইতে আগমন।)

কৃপারাম মুখো অতিমহাশয় তেঁহ। স্বেচ্ছাধীন কুল ভঙ্গ করিলেন যেঁহ।। তাঁহার তনয় রামসুন্দর মুখটী। তাঁহার বৃত্তান্ত কথা অতিপরিপাটী।। গণেশরাম রায়ের দুহিতা গ্রহণ করে। তদবধি রহিলেন শ্বশুরমন্দিরে।। তাঁহার তনয় ঠাকুরদাস মুখো জ্যেষ্ঠ। তারিণীচরণ নামে তাহার কনিষ্ঠ।। কনিষ্ঠের সুতদ্বয় পরমসুন্দর। বিশ্বম্ভর রামচন্দ্র

ভরদ্বাজ গোত্র।

এই বংশধর ॥ এবে তারা উত্তম করেছে বাটী ঘর। পুত্র রাখি কনিষ্ঠ তেজেছে কুলবর ॥

খড়দহ কামদেব পণ্ডিতের সন্তান।

(চাঁদবল্লভি বস্তুহাটী হইতে আগমন।)

রাজীবলোচন মুখো অভিমানী তিনি। বড়িসায় কুল ভঙ্গ করিলেন যিনি। তাঁহার তনয় রামকিঙ্কর নামেতে। রাজীবলোচন চক্রবর্ত্তী দিলেন দুহিতে॥ তাঁহার তনয় ছয় জনেরে রাখিয়া। অনায়াসে তেঁহ গেল স্বর্গেতে চলিয়া॥ কালিদাস গোবিন্দচন্দ্র শিবকালী। পদ্মনাথ অভয় কৈলাশচন্দ্র বলি॥ তাহারা আছয়ে হেথা মাতামহাশ্রমে। বাটী ঘর সকলি করিবে তারা ক্রমে॥

খড়দহের মুখটী কামদেব পণ্ডিতের সন্তান।

শ্রীধর ঠাকুরের বংশ। ×

(প্রভস্তে কৃষ্ণপুর হইতে আগমন।)

জগৎরাম মুখো তিনি ভঙ্গ বড়িসায়। তাঁহার তনয় রামসুন্দর বলায়॥ তস্য পুত্র শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মুখো যিনি। কমল রা-

য়ের কন্যা করিলেন তিনি।। তাঁহার তনয় কেদারনাথ মুখো নামে। অদ্যাপি আছয়ে তেঁহ মাতামহাশ্রমে।।

বংশজ।

ফুলের মুখটী রামের সন্তান।

রামনিধি বাচস্পতি, রামলোচন শুদ্ধমতি, খিতাড়া হইতে আগমন। দুই সহোদর ভাই, পণ্ডিত তকুলা নাই, গুণে আ-লো করিল ভুবন।। জ্যেষ্ঠের তনয় অষ্ট, সকলেতে অতি শ্রেষ্ঠ, নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত সকলে। জগমোহন গদাধর, দুর্গা-চরণ কালীশঙ্কর, তারাচাঁদ রামধন বলে।। সপ্তমেতে শিবরাম, কনিষ্ঠ গোবিন্দ নাম, এই অষ্ট জনার সে নাম। গোবিন্দ মাত্র থাকে, অপরে অপত্য রেখে, ক্রমেতে পাইল স্বর্গধাম।।

দুর্গাচরণের পুত্র পীতাম্বর নামে। দুই পুত্র রাখি তেঁহ গেল নিত্যধামে।। অভয়চরণ জ্যেষ্ঠ তনয় তাহার। দেবনাথ মুখো নাম কনিষ্ঠ জনার।।

রামধন মুখোর তনয় এক ছিল। অতিঅল্প বয়ঃক্রমে প্রলয় পাইল।। শিবরাম বিদ্যাভূষণের যে তনয়। পরিণামে তিন তার কহি পরিচয়।। কৈলাশচন্দ্র জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় দেবনাথ। কনিষ্ঠ জনারে কহে মুখো দিননাথ।।

রামলোচন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছিল। শিব শম্ভু নামে দুই তনয় রাখিল।। শিবের তনয় দুই ক্ষেত্র উমেশ নামে। শম্ভু-চন্দ্র অপুত্রক গেল স্বর্গধামে।।

ভরদ্বাজ গোত্র।

ফুলের মুখটী রামের সন্তান।

বংশজ।

(শিরাক্ষেত্র হইতে আগমন।)

দর্পনারায়ণ মুখো ধার্ম্মিক অতিশয়। সাবর্ণ রামহরি রায় তাঁহার আলয়॥ তাঁহার স্বপুত্র দুই তনয় আছিল। কালসহকারে তারা প্রলয় পাইল। ঈশ্বরচন্দ্র আর বিশ্বেশ্বর নাম। অপুত্রক উভয়ে চলিল স্বর্গধাম॥

ফুলের মুখটী রামের সন্তান।

বংশজ।

(গাঁতি হইতে আগমন।)

মহাদেব চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছিল। তস্য পুত্র কার্ত্তিক আর গণেশ জন্মিল॥ কার্ত্তিকের সুত কালীশঙ্কর ন্যায়ালঙ্কার। তস্য পুত্র ভৈরবচন্দ্র গোপীনাথ আর॥ জগচ্চন্দ্র নামেতে যে কনিষ্ঠ আছিল। কাল সহকারে সেহ প্রলয় পাইল॥

গণেশের পুত্র রামকমল গুণধাম। তস্য পুত্র ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী নাম॥

ঘোষাল পসোর সন্তান।

(বালি হইতে আগমন।)

যাদবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ধন্য গুণধাম। তাহার তনয় রাঘবেন্দ্র

বাৎস্য গোত্র মুনসীখ্যাত।

দয়ারাম ॥ রাঘবেন্দ্র চক্রবর্ত্তীসুত জগৎরাম। তস্য কৃষ্ণকান্ত ন্যায়পঞ্চানন নাম॥ রামভদ্র বিদ্যাবাগীশ শ্যাম সরস্বতী। এই তিন জগতের হইল কুলপতি॥ কৃষ্ণের তনয় চারি কহি বিবরণ। রামহরি রামলোচন তনু ন্যায়ভূষণ॥ কনিষ্ঠ আছিল রামমোহন নামেতে। তাহার তনয় গোলোক আছয়ে গৃহেতে॥ এইমাত্র তাদের বংশের বিবরণ। গোলোকে রাখিয়া কৈল গোলোক আরোহণ॥

দয়ারাম স্মার্ত্তবাগীশ মান্য অতিশয়। তস্য পুত্র রামকান্ত তর্কবাগীশ কয়॥ তাহার তনয় তারাচাঁদ সিদ্ধান্ত। তস্য পুত্র জয়শঙ্কর পণ্ডিত একান্ত॥ তস্য পুত্র কালাচাঁদ আর নকুল নাম। তাহার্দেরে রাখি তেঁহ গেলা স্বর্গ ধাম॥

বাৎস্য গোত্র মুনসীখ্যাত।

পূর্ব্বগ্রামি শ্রোত্রিয়।

রামচন্দ্র মুনসী নাম, সর্ব্বগুণে গুণধাম, জনাই হইতে আগমন। তস্য পুত্র মহাদেব, কনিষ্ঠ তাঁর রামদেব, এই তাঁর বংশের গণন॥ মহাদেব মুনসীসুত, রামসুন্দর গুণযুত, রামমোহন দ্বিতীয় তনয়। সুন্দরের পুত্র হয়, দিননাথ তাঁরে কয়, রামমোহনের বিবাহ না হয়॥

রামদেব মুনসীবংশে, রামহরি হরি অংশে, বড়ই পুণ্যাত্মা

সেই জন। ঠাকুরদাস গুরুদাস, মধুসূদন পরকাশ, তারিণী রাজ-কৃষ্ণ পঞ্চ জন॥

তাহাদের জ্ঞাতি কয়, রামশরণ নাম লয়, তাঁহার সন্তান নাহি ছিল। কেবল সন্ততি মাত্র, পাইয়ে অতি সু পাত্র, রামধন চট্টে বিয়া দিল॥ তাহার যে পরিচয়, চট্টবংশে দেওয়া হয়, বৃন্দাবন তাহারি দৌহিত্র। শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ছিল, উচ্চকুলে কন্যা দিল, এক ঘর গ্রাম বাসী মাত্র॥

বাৎস্য গোত্র।

শ্রোত্রিয় বঙ্গদেশহইতে আগমন।

নরেন্দ্র সমাদ্দার নাম, ছিল অতি গুণধাম, বঙ্গদেশহতে আগমন। সাবর্ণ্যের অধিকারে, গঙ্গাবাস করিবারে, এই স্থলে করিল ভবন॥ মহেশচন্দ্র তার সুত, ব্রজনাথ তস্য পুত, দ্বিতীয় ভবানিচরণ নাম। জ্যেষ্ঠের তনয় দুই, তাহার বিস্তার কই, উভয়ে সমান গুণধাম॥ জ্যেষ্ঠ তারিণীচরণ, কনিষ্ঠ গুরুচরণ, এই দুই সহোদর ভাই। কনিষ্ঠের এক সুত, রামধন গুণযুত, তাহার সন্তান কেহ নাই॥

বাৎস্য গোত্র।

রামদুলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছিল। দশআনি জমীদার তাহারে আনিল ॥ রাজ্যের নাএবি কর্ম্মে তারে ধার্য্য করে। ষোলআনার ভার জমীদার দিল তারে ॥ তদবধি এই স্থানে বসতি করিল। কুলাশ্রস্ত বংশজ ক্রমেতে মান্য হৈল ॥ তাহার তনয় দুই জগন্নাথ নামে। কনিষ্ঠ রাজীবলোচন অতি গুণধামে ॥ জ্যেষ্ঠের তনয় এক রামমোহন নাম। শ্রীনাথ তনয় রাখি গেল স্বর্গধাম ॥ কনিষ্ঠের সুতদ্বয় জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ ছোট হরপ্রসাদ অল্পে করিল অনাথ ॥ তাহার তনয় দুই আছে বর্ত্তমান। এই মাত্র তাহার বংশের পরিমাণ ॥

সাণ্ডিল্য গোত্র।

সাগরদহের বন্দ্যঘটী কেশব চক্রবর্ত্তির সন্তান।

আনন্দীরাম নাম যার, রামকৃষ্ণ সুত তার, নদিয়াতে কুল ভঙ্গ যার। গঙ্গাবিষ্ণু তার সুত, সর্ব্ব গুণে গুণযুত, মালিপাড়ায় বসতি তাঁহার ॥ তাহার তনয় মধ্যে, শ্যামাচরণ বিদ্যাসাধ্যে, সর্ব্বমতে উপযুক্ত হয়। নাম বরিজহাটী গ্রাম, তার মাতামোহের ধাম, সেই স্থানে বসতি করয় ॥ চৈতন রামচন্দ্র চট্ট, সর্ব্বমতে ছিল শ্রেষ্ঠ, বন্দ্যো কন্যা কৈল সম্প্রদান। তদুপল-

কাশ্যপ গোত্র।

ক্ষেতে তেঁহ, সর্ব্ব জনের পাইয়া স্নেহ, এই স্থানে কৈল অধিষ্ঠান। সে জনের গাম্ভীর্য্য যত, কে পারে কহিতে তত, অশেষ গুণের গুণাকর। সকলের সঙ্গে সম, নাহি কিছুমাত্র ভ্রম, আমি কি কহিতে পারি আর॥

কাশ্যপ গোত্র।

চাটুতি অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টের সন্তান।

রামকানাই চট্ট নাম, কানপুর গ্রাম ধাম, নৈকোষ্য কুলীন মহাশয়। সাবর্ণ মাণিক রায়, ছিল অতি মহাশয়, তার কুল ভঙ্গ করয়॥ তাহার তনয় মাত্র, অশেষ গুণের পাত্র, মহেশচন্দ্র চট্ট তার নাম। বহু দিন বিদেশে ছিল, এবে উপনীত হইল, নিরাশ্রয় আছে গুণধাম॥

বাঙ্গালপাস তপন চট্টের সন্তান।

(গরিপাহইতে আগমন।)

বিশ্বনাথ চট্ট অতি মহাশয় ছিল। জগমোহন তর্কালঙ্কার তাহারে আনিল॥ আপন দুহিতা তারে কৈল সম্প্রদান। তাহাতে দৌহিত্রদ্বয় অতি গুণধাম॥ তারিণীচরণ আর অভয়চরণ নাম। উভয়ে পাইল তারা মাতামোহ ধাম॥

ভরদ্বাজ গোত্র।

ফুলের মুখটী শিবাচার্য্য ঠাকুরের সন্তান।

লক্ষ্মিনারায়ণ মুখো অতি গুণধাম। তাঁহার তনয় ভোলা-নাথ তাঁর নাম॥ তস্য পুত্র রামশঙ্কর অতি মহাশয়। স্বে-চ্ছাধীন তাহার কুলের ভঙ্গ হয়॥ তাঁহার তনয় রমানাথ মুখো নামে। প্রেমচাঁদ বন্দ্য তারে আনয়ে এ গ্রামে॥ আ-পন দুহিতা এক কৈল সম্প্রদান। তদ্রুপলক্ষেতে বাস হইল এই স্থান। বসতি করিল হেথা জ্ঞাতি সমাজেতে। তস্য পরি-চয় আর নাহিক যে দিতে॥

ফুলের মুখটী শিবাচার্য্য ঠাকুরের সন্তান।

শিবাচার্য্য বংশে নসিরাম মুখো নাম। তাহার তনয় রাম-ধন গুণধাম॥ সাবর্ণ্য শ্রীনিমুরায় কন্যা দিল তায়। তদুপ-লক্ষেতে তেঁহ রহিল হেতায়॥ তস্য পুত্র রামকমল মুখো নামে ছিল। উমাচরণ পুত্র রাখি নিধন হইল॥ জগবন্ধু নামে তার ভাই এক জন। চিরদিন কাশীবাস কৈল সুভাজন॥

ভরদ্বাজ গোত্র।

ফুলের মুখটী গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান।

(গোপীরমণের বংশ)

ভৈরব ভৈরবাকৃতি, কি কব তাহার প্রকৃতি, ধার্ম্মিক সুজন অতিশয়; চৈতন রামকৃষ্ণ সুত, রামতনু গুণযুত, মুখটীরে এখানে আনয়॥ তাহারে দুহিতা দানে, আনন্দিত হইল মনে, স্বকৃত ভঙ্গের সে তনয়। সেপক্ষে এখানে তার, চন্দ্র সূর্য্য নাম যার, চট্টের দৌহিত্র দুই হয়॥ দৈবের ঘটনাক্রমে, চন্দ্র গেল অন্তধামে, তনয় রাখিল এক জন। সে দুঃখের কথা যত, কে পারে কহিতে তত, সর্ব্বজনে করিল রোদন॥ সূর্য্য মাত্র উদয় আছে, ভ্রাতৃসুত তার কাছে, মাতামহ ভবনে বসা কি কব তাহার কথা, কহিতে মরমে ব্যথা, রোগান্বিত নাহিক উন্নতি॥

খড়দহের মুখটী কামদেব পণ্ডিতের সন্তান।

(চাঁদবল্লভি নৈকোষ্য।)

কোন্নগর নগরে ধাম, রামকিঙ্কর মুখো নাম, অশেষ গুণের গুণ ধাম। তাহার তনয় তার, মদনমোহন নাম যার, এস্থলে হইল অধিষ্ঠান॥ ব্রজমোহন সমাদ্দার, শ্রোত্রিয় বংশের সার, তারে কন্যা কৈল সমর্পণ। তাহার দৌহিত্র হয়, অভয়চরণ নাম ধয়, নিজে কুল ভাঙ্গিল সে জন॥

ভরদ্বাজ গোত্র।

খড়দহের মুখটী মুরহর তর্কবাগীশের সন্তান।

রামদুলাল মুখো পুত্র হরচন্দ্র নাম। স্বয়ং সে কুল ভঙ্গ কৈল গুণধাম॥ বছহাটী নিবাস তারাচাঁদ বন্দ্যঘটী। তাহার তনয়া বিয়া করিলেন মুখটী॥ মাণিকরাম রায়ের দৌহিত্র ছিল সেই। তাহার তনয় শিবনাথ মাত্র এই॥

গ্রাম বিবরণ।

শ্রীশ্রী ৺ শিবস্থাপনের সঙ্খ্যা।

স্থাপকের নাম। সঙ্খ্যা।

বড় চৌধুরী।

৺ গঙ্গারাম রায় চৌধুরী, ... ১ নিজভদ্রাসন।

মধ্যম চৌধুরি।

৺ মাণিকরাম রায় চৌধুরি, ... ১ ঐ

৺ প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ... ১ ঐ

কলিকাতা নিবাসী।

৺ রামনারায়ণ মল্লিক, ... ২ শ্রীশ্রী ৺ তীরে।

৺ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, ... ৩ ঐ

৺ সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, ... ১ নিজভদ্রাসন।

স্থাপকের নাম।	সংখ্যা।	
৺ রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রাহ্মণী,	..২	নিজভদ্রাষন।
৺ কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ..	..১	ঐ
৺ জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়,	..২	ঐ
শ্রীযুত হরনাথ চট্টোপাধ্যায়,	..২	বাণেশ্বর শ্রীশ্রী ৺ তীরে।
শ্রীযুত উমাকান্ত তর্কালঙ্কার,	..১	নিজচতুষ্পাটী।

শ্রীশ্রী ৺ তীরে বন্দঘাট।

নির্ম্মিত।	সংখ্যা।
কলিকাতা নিবাসী।	
৺ রামনারায়ণ মল্লিক, ...	.১ ঘাট।
শ্রীযুত হরনাথ চট্টোপাধ্যায়,.. ..	..১ ঘাট।
শ্রীযুত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,	..২ ঘাট।

গ্রামস্থ অধ্যাপকদিগের বিবরণ।

৺ রামকান্ত তর্কবাগীশ .১ স্মৃতিশাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, ...১

তস্য পুত্র ৺ তারাচাঁদ তর্কসিদ্ধান্ত,.. .. ..১

তস্যপুত্র ৺ জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কার,.. তর্কশাস্ত্রে দৈববিদ্যা হয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, } ..১

৺ রামলোচন তর্কভূষণ, ...১

৺ রামতনু ন্যায়ভূষণ, ...১

৺ কালিশঙ্কর ন্যায়ভূষণ, ...১

শ্রীযুত উমাকান্ত তর্কালঙ্কার বঙ্গদেশ নিবাসী, ...১

শ্রীযুত শিবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ,.. .. .. ..১

বিদ্যালয়ের সঙ্খ্যা।

সংস্কৃত বিদ্যালয়অধ্যাপক।

শ্রীযুত উমাকান্ত তর্কালঙ্কার ছাত্র সঙ্খ্যা, ...১০ জন।

শ্রীযুত শিবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ছাত্র সঙ্খ্যা, .. . ৫ জন।

বিদ্যালয়ের সঙ্খ্যা।

বঙ্গভাষা বিদ্যালয়।

পণ্ডিত।

শ্রীযুত বেণিমাধব চট্টোপাধ্যায় ছাত্র সঙ্খ্যা, ..১০০ জন।

ইংরাজী বিদ্যালয়।

মাষ্টার।

শ্রীযুত রামতনু লাহিড়ি ছাত্র সঙ্খ্যা. .. ..২০০ জন।

কায়স্থ বংশ বর্ণনা।

(কুলীন কায়স্থ।)

ঘোষ বংশ।

পূর্ব্বে ৺ নসিরাম ঘোষ তস্য পুত্র মদনমোহন ঘোষ তথা শ্রীমথুরমোহন ঘোষ তথা শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ অত্রগ্রামবাসী ছিলেন ইদানী বালি গ্রামে বসতি করিয়াছেন।

৺ মদনমোহন ঘোষ মোং নারিকেলী ধসাহইতে আগমন পূর্ব্বক ৺ গোকুলচন্দ্র সিংহের দুহিতা গ্রহণ করিয়া অত্র গ্রামে বাস করেন তস্য পুত্র শ্রীবেণিমাধব তথা শ্রীরামধন ঘোষ বর্ত্তমান।

রামহরি ঘোষ ৺ পরমানন্দ দত্তের কন্যা গ্রহণ করেন তস্য পুত্র ৺ বেচারাম ঘোষ তস্য গোলোকচন্দ্র ঘোষ তথা বদনচন্দ্র ঘোষ অত্র গ্রামে বসতি করেন ইদানীং বেচারাম ঘোষস্য পুত্র কালিদাস ঘোষ বর্ত্তমান মাত্র।

কায়স্থ বংশ।

(মিত্র বংশ।)

পূর্ব্বে ৺ গোকুলচন্দ্র মিত্রপ্রভৃতি অত্র গ্রাম বাসী ছিলেন তন্মধ্যে গোকুলচন্দ্র মিত্র মোং কলিকাতা বাগবাজারে বসতি করেন অপরের বংশাভাব।

মৌলিক কায়স্থ।

(দেব বংশ।)

৺ রামকিশোর দেব অত্র গ্রাম বাসী ছিলেন তস্য পুত্র ৺ রামসুন্দর দেব তস্য ৺ রাজীবলোচন দেব তস্য পুত্র ত্রয় ঈশ্বরচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র জয়চন্দ্র দেব মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেব বর্ত্তমান

দত্ত বংশ।

৺ রাধাকান্ত দত্ত অত্র গ্রাম বাসী ছিলেন তস্য পুত্র ত্রয় ৺ পরমানন্দ দত্ত ৺ রামশঙ্কর দত্ত ৺ ভবানীচরণ দত্ত তন্মধ্যে পরমা-

নন্দ দত্তের পুত্র ৺ গোবর্দ্ধন তস্য ৺ লক্ষ্মণ দত্ত জ্যেষ্ঠের পুত্র রামধন কনিষ্ঠের পুত্র নবকুমার দত্ত বর্ত্তমান।

রামশঙ্কর দত্তের পুত্র ৺ মদনমোহন দত্ত তস্য দীননাথ দত্ত যদুনাথ দত্ত ইদানীং ভদ্রকালী গোং বসতি করিয়াছেন।

৺ ভবানিচরণ দত্ত তস্য পুত্র ৺ দাতারাম তথা রামমোহন তথা গঙ্গারামপ্রভৃতি বহু সন্তান হয় তন্মধ্যে ৺ রামমোহন দত্তস্য পুত্র পীতাম্বর তথা দিগম্বর দত্ত পীতাম্বরস্য পুত্র ভোলানাথ তথা কৈলাসচন্দ্র দত্ত বর্ত্তমান।

৺ গঙ্গারাম দত্ত অত্র গ্রাম পরিত্যাগপুর্ব্বক দক্ষিণেশ্বরে বসতি করেন।

কায়স্থ বংশ।

(সিংহ বংশ।)

৺ হারানন্দ সিংহ অত্র গ্রামে বাস করেন তস্য পুত্র ৺ গোকুলচন্দ্র তথা ৺ রামগোপাল সিংহ, গোকুলচন্দ্রস্য পুত্র ত্রয়, রামমোহন রামরত্ন রাজকিশোর সিংহ, রামরত্ন তস্য পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র তথা ঈশানচন্দ্র সিংহ, উভয় বর্ত্তমান, শ্রীরাজকিশোর সিংহ বর্ত্তমান।

রামগোপাল সিংহস্য পুত্র নবকৃষ্ণ তথা ঠাকুরদাস সিংহ, নবকৃষ্ণস্য পুত্র শিবদাস সিংহ বর্ত্তমান মাত্র।

দাস বংশ।

৺ দুর্গারাম দাস তথা ৺ গোবিন্দরাম দাস দুর্গারামস্য পুত্র তারাচাঁদ রামচাঁদ রামহরি শিবচন্দ্র শিবচন্দ্রস্য পুত্র কালিদাস দাস বর্ত্তমান মাত্র।

দেব বংশ।

পুত্র ৺ জগমোহন দে তথা ৺ গোপীনাথ দে জ্যেষ্ঠের পুত্র হারানন্দ দে কনিষ্ঠের।

অথ গ্রাম বাসীয় জাতির সঙ্খ্যা।

ব্রাহ্মণ,	১৩৭ ঘর।
বৈদ্য,	১ ঘর।
কায়স্থ,	১০ ঘর।
সদগোপ,	৭৫ ঘর।
বৈষ্ণব,	৫ ঘর।
তাঁতী,	২ ঘর।
কুম্ভকার,	৩৩ ঘর।
নাপিত,	৭ ঘর।
মদক,	৩ ঘর।
পল্লবগোপ,	১২ ঘর।

মালাকার,	১ ঘর।
স্বর্ণকার,	১ ঘর।
কৈবর্ত্ত,	১৪০ ঘর।
ঢুলি,	২ ঘর।
সূত্রধর,	৪ ঘর।
যোগী,	৬ ঘর।
সুকলি,	৫ ঘর।
তৈলকারক,	৭ ঘর।
চুনারি,	১ ঘর।
জুল্যা,	৫ ঘর।
ইতরজাতি,	৪২ ঘর।

মোটবসতি, ৪৯৯ ঘর।

পূর্ব্বের গ্রাম বাসির সঙ্খ্যা অর্থাৎ খানা সুমারিহইতে ইদানীং ২৫।৩০ বৎসর মধ্যে অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ গ্রাম মধ্যে নূতন বসতি জন্য কিঞ্চিৎ স্থান পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে।

গৃহস্থিত ভৃত্য এবং মজুরদিগের বেতন।

গৃহস্থিত ভৃত্যরা পূর্ব্বে ১৷৷০ টাকা মাসিক বেতন পাইত ইদানীং ১৸০ ২৲ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে ইহাতেও সর্ব্বদা পাওয়া দুষ্কর।

মজুরদিগের বেতন ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে মাসিক ২॥০ ছিল পরে ৩৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল এই বেতনে কার্শাযোড়া প্রদেশের অনেক মজুর পাওয়া যাইত ইদানীং সে অঞ্চলের লোক প্রায় আইসে না কিন্তু জাহানাবাদ অঞ্চলের হিন্দু এবং মোসলমান কৃষি কর্ম্মহইতে সাবকাশ পাইলে যশোহর আসিয়া থাকে তাহাদিগের বেতন ৩॥০ এবং ৪৲ টাকাপর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভৃত্য এবং মজুরদিগের বেতন বৃদ্ধি হওনের কারণ।

প্রথমতঃ যাহারা উপরোক্ত কর্ম্ম করিত তাহারা ২। ৩ জন একত্র হইয়া এক২ খান পালকী রাখিয়া প্রতিদিন পথিক লোক লইয়া কলিকাতায় যাতায়াত করে তাহাতে অধিক বেতন পায়।

দ্বিতীয় রেইল রোড উপস্থিত হইবাতে বহুতর মজুর লোক তথায় মৃত্তিকা খনন এবং দিবারাত্রী চালন করাতে অধিক বেতন পাইতেছে।

তৃতীয় বোম্বাই ইক্ষু উৎপন্ন হইবাতে তাহা রোপ আদি প্রথমাবস্থাহইতে শেষ মর্দ্দন করিয়া গুড় প্রস্তুত করণপর্য্যন্ত বহুতর কর্ম্ম বৃদ্ধি হইবাতে বেতন অধিক পায় তথাচ লোকের অনাটনপ্রযুক্ত গুড় প্রস্তুত করা ভার হয় ইতি।

বাণিজ্য বিষয়ক কর্ম্ম।

পূর্ব্বে গ্রামস্থ লোকের মধ্যে কেহ২ ক্ষুদ্র কেহ বা বৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ করাইয়া কেহ বা সুন্দরি কাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন কেহ বা উক্ত নৌকা কেরায়া দিতেন, এবং দুই তিন জনা বস্ত্রাদি ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্য করিতেন, ইদানীং গনিকেজাত অর্থাৎ পাট নির্ম্মিত চট বানাইয়া বিক্রয় করণের অধিক প্রসঙ্গ হইয়াছে এবং ইহাতে লোকের লভ্য নানা মতে হইতেছে অর্থাৎ কেহ বা সুতা নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করে কেহ বা থান বুনিয়া ধনিদিগের নিকট বিক্রয় করে তদ্দ্বারা মহাজনেরা ক্রয় করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করেন।

বোম্বাই ইক্ষু উৎপন্ন হইবাতে গুড় যথেষ্ট হয় কেহ২ গুড় ক্রয় করিয়া দলুয়া প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন এবং মাত গুড় অধিক বিক্রয় হয় ইহাতেও লভ্য হইতেছে ইতি।

শারীরিক সুস্থতা এবং পীড়া।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে জ্বরাদি রোগ প্রবল ছিল অন্যা২ রোগ অতি অল্প হইত, ইদানীং প্রায় ৩৫। ৪০ বৎসরাবধি রোগের বহু ভয় বৃদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ অতিসারের ব্যামহ মধ্যে২ ভয়ানকরূপে উপস্থিত হয় এবং জ্বর বিকার সংযুক্ত গ্রহণী শ্বাস কাশাদি রোগ হইয়া থাকে ইতি।

চিকিৎসকের বিবরণ।

পূর্ব্বে গ্রামস্থ চিকিৎসক ৺রামহরি মুনশী ৺গদাধর কবিরাজ ৺সদানন্দ কবিরাজ পরে ৫০ বৎসরাবধি গরলগাছা নিবাসী ৺নীলমণি কবিরাজ এবং জয়রাম কবিরাজ ছিলেন এবং ৺গদাধর কবিরাজের পুত্র ৺অভয়চরণ কবিরাজ নিবাস হাল মোং কোণনগর সেই সর্ব্বদা গমনাগমনপূর্ব্বক চিকিৎসা করিতেন। বালক এবং সুতিকার চিকিৎসক চৈতন পোদ এবং তস পুত্র মুক্তিরাম পোদ ছিলেন ইদানীং শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীর নিযুক্ত ৺কৃষ্ণ কবিরাজ পরে শ্রীব্রজমোহন কবিরাজ, নবীন কবিরাজ কোতরঙ্গ নিবাসী নবকৃষ্ণ কবিরাজ শ্রীঠাকুরদাস মুনশী শ্রীতারকনাথ চট্টো এবং লক্ষ্মীনারায়ণ পোদ এই কএক জনা আছেন ইংরাজী চিকিৎসক প্রকাশ্য ঔষধালয় নিযুক্ত শ্রীদয়ালচাঁদ বসাক সব-এশীষ্টাণ্ট সরজীয়ান কোং বাহাদুরের সাহায্যেতে আছেন ইতি।

অত্রগ্রামের নিকটস্থ বালির খালের লৌহ সেতু অর্থাৎ পুল।

উক্ত পুল ইং সন ১৮৪৫ সালে শ্রীযুক্ত কং উডিল তৎকালিনিয় বারিক মেষ্টরের কর্ত্তৃত্বের দ্বারা নির্ম্মিত হয় প্রথম এক বার নির্ম্মিত হইয়া পরীক্ষার সময় ভগ্ন হইয়া যায়, পুনর্ব্বার বহুতর যত্নপূর্ব্বক সুনির্ম্মাণ করেন এতাদৃশ পুল জম্বুদীপ মধ্যে কোন স্থানে কস্মিন্ কালে সম্ভব না, ইহাতে অধিক অর্থ ব্যয়

হয় গ্রাম নিবাসি শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৫০০০৲ টাকা এবং অন্যং ভদ্রসকলে যথা সাধ্য অর্থ দাতব্য করেন অবশিষ্ট সামুদায়িক সরকার কোং বাহাদুরের সাহায্যে সম্পন্ন হয় ইতি।

গ্রামস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়।

উক্ত বিদ্যালয় নির্ম্মাণকালে শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৫০০০৲ টাকা নিজহইতে সাহায্য করেন এবং গ্রামস্থ অন্যং ভদ্রলোক মাত্রেই যথাসাধ্য অর্থ প্রদানদ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন অবশিষ্ট সরকার কোম্পানির তহবিলহইতে দেওয়া হয়।

উক্ত বিদ্যালয়ের মাসিক আয়।

ছাত্রদিগের দ্বারা যে বেতন প্রাপ্ত হয় তদ্ব্যতীরেকে শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মাসিক ১০০৲ টাকার হিসাবে নিয়ম করিয়া তদর্থে এক তালুক খারিজ করিয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের জিম্মা করিয়া দিয়াছেন।

গ্রামস্থ চিকীৎসালয়।

প্রথমতঃ। শ্রীশ্রী৺ তীরে চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ভূমি প্রদানপূর্ব্বক আন্দাজি

[illegible] টাকায় ক্রয় করিয়া ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া [illegible]ন [illegible]কেসেকের মাসিক বেতন এবং অন্যং সাহায্যকা- [illegible] বেতন ভিন্ন মাসিক ঔষধাদির মূল্যবাবুদি ৩০৲ [illegible] অন্দরে সরকার কোম্পানি তহবিলহইতে মাসিক ১৫০৲ [illegible] অবশিষ্ট উক্ত বাবু ১৫০৲ তঙ্কা হিসাবে বৎসর ১৮০০৲ [illegible]কার তালুক খারিজ করিয়া জেলা হুগলির শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের জিম্মা করিয়া দিয়াছেন।

অত্র গ্রামস্থ সরকার রাস্তার বিবরণ।

বহুকাল পূর্ব্বে অত্র গ্রাম থানা বৈদ্যবাটীর অধীনতা জেলা চব্বিশ পরগণার শামিল ছিল তত্রস্থ জজ মাজিষ্ট্রেট ৺ জান লএট সাহেবকর্ত্তৃক কাঁচারাস্তা নির্ম্মাণ হইয়া মধ্যেং কয়েদী দ্বারা মেরামত হইত কিন্তু ইদানীং কিছুই সাহায্যতা না থাকাপ্রযুক্ত বরির্ষাকালে গমনাগমনের অতিশয় কষ্ট হইত এমতে ১৮৫২ সালে শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উদযোগে এবং অর্থ সাহায্যদ্বারা শ্রীরামপুরস্থ শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মনোযোগে পাকা অর্থাৎ ইট বিছাইয়া তদুপরি খোয়া রাবিষ বিছাইয়া প্রস্তুত করা হয় ১৮৫৪ সালাব্দে সরকারহইতে শ্রীযুক্ত ইঞ্জিনিয়র সাহেবের দ্বারা সাম্বৎসরিক পাকামেরামতি এবং অনাবশ্যক জল নিকাশের পাকা সেতু নির্ম্মাণ হইতেছে ইতি।

অত্র গ্রামস্থ গলি অর্থাৎ পল্লির পথ নির্ম্মাণের বিবরণ।

শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং গ্রামস্থ সর্ব্বসাধারণের অর্থ সাহায্যের দ্বারা গ্রামস্থ গলি পাকাকরণ এবং আবশ্যক জল নিকাশের পাক্কা সেতু নির্ম্মাণ হইতেছে এবং গ্রামস্থ পল্লির রক্ষক ভিন্ন তিন জন সিপাহী রাত্রযোগে সমুদয় নগর ভ্রমণ জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং উভয় রক্ষকের বেতন নগরবাসিদিগের দ্বারা টেক্স নিযুক্ত হইয়া আদায় হইতেছে।

অত্রগ্রাম অধিকারের বিবরণ।

বহুকালাবধি উত্তরপাড়া কাশীবাটী মিশ্রিত গ্রাম সাবুর্ণাদির সাবর্ণ চৌধুরি মহাশয়দিগের অধিকার ছিল তন্মধ্যে কাশীবাটী নামক ভূমির কিয়দংশ কোণনগর নিবাসি ৺কাশীশ্বর মিত্রের নিকট বিক্রয় করা হয় ক্রমে উক্ত মিত্রের বংশ বৃদ্ধি দ্বারা বহু অংশিদার হওনেতে বিক্রীত কাশীবাটীর কিয়দংশ অত্র গ্রাম নিবাসি ধনি ব্যক্তিরা ক্রয় করেন এবং চৌধুরি মহাশয়দিগের অধিকারের মধ্যে উত্তরপাড়ার কিয়দংশ ঐ মত বিক্রীত হইয়াছে।

সমাপ্তঃ।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে
শ্রীযুক্ত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্তৃক মুদ্রিত হইল